উন্নয়নের অগ্রযাত্রা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

লে. কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এনডিএসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
কক্সবাজার উন্নয়ন পরিষদ

সম্পাদক :

আবু জাফর রাশেদ
সচিব (উপ-সচিব)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রকাশক :

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বিএমএ ভবন, কলাতলী রোড, কক্সবাজার।
ফোন: ০৩৪১-৫২৭০০
ফ্যাক্স: ০৩৪১-৫২৭০২
ই-মেইল: info@coxda.gov.bd
ওয়েব : www.coxda.gov.bd

প্রকাশকাল :

মে-জুন ২০২১

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন :

এম এ মাসুদ
ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার ও
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আইডিয়াল প্রিন্টার্স

মুদ্রণ : :

আইডিয়াল প্রিন্টার্স
জে. এইচ ফাউন্ডেশন (২য় তলা)
ফায়ার সার্ভিস জামে মসজিদের সামনে
প্রধান সড়ক, কক্সবাজার।

সূচীপত্র

০১।	বাণী সমূহ-	০৫-০৯
০২।	সম্পাদকীয়-	১০-১১
০৩।	কক্সবাজারের ইতিহাস	১২
০৪।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইতিহাস, গঠনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী	১৩-১৫
০৫।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা	১৬
০৬।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র ও ম্যাপ	১৭-২৯
০৭।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৩০-৫৭
০৮।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পসমূহ	৫৮-৭৩
০৯।	প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ	৭৪-৮২
১০।	গণশুনানী	৮৩-৮৭
১১।	পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নে মাস্টার প্ল্যান এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভা	৮৮- ৯৫
১২।	কক্সবাজারকে আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে করণীয়	৯৬-৯৭
১৩।	আমার স্বপ্ন এবং আবেগের মিলনভূমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৯৮-১০১
১৪।	পর্যটন সম্ভাবনাময়ী কক্সবাজার	১০২-১০৮
১৫।	দীর্ঘদিন সফলভাবে চাকরি করার ৭ উপায়	১০৯-১১১
১৬।	অনলাইন ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি	১১২-১১৪
১৭।	কউকের কার্যক্রম নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশেষ কিছু প্রতিবেদন	১১৫-১২২
১৮।	কউক অফিস পরিদর্শন	১২৪-১২৮
১৯।	কউকের অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ	১২৯-১৩৪
২০।	বিভিন্ন দিবস উদযাপনের র‍্যালি/সেমিনার	১৩৫-১৪৩

'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**'

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রা' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ এই জেলার সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের পর্যটন নগরী কক্সবাজার। বিশ্বের দীর্ঘতম নিরবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত অবস্থিত এখানে। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য, উপত্যকার এমন অপরূপ সমারোহ বাংলাদেশের অন্য কোথাও নেই। আধুনিক ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়ন এবং কক্সবাজারের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

পর্যটন শিল্পের প্রাণকেন্দ্র কক্সবাজারে রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। সম্ভাবনাময় এ শহরকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার জন্য কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার এ স্বল্প সময়ের মধ্যে কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা শীর্ষক প্রকল্পসহ সৌন্দর্য বর্ধন, জীব বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য রক্ষা, আবাসন প্রকল্প এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আওয়ামীলীগ সরকার কক্সবাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্মার্ট সিটি, বঙ্গবন্ধু থিম পার্ক এর মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজারসহ দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো লাভবান হবে।

আসুন, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিকল্পিত কক্সবাজার তথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

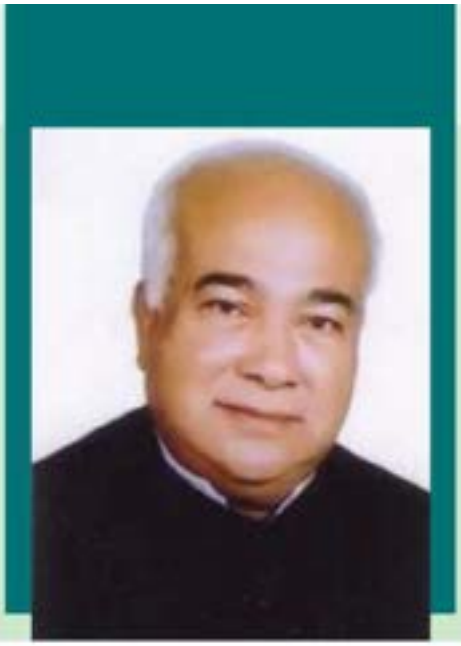

সভাপতি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপানে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সর্বাত্মক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষা, আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

উন্নয়নের এই মহাপরিক্রমায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং কক্সবাজার জেলা আধুনিকায়নে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রতিষ্ঠার এই স্বল্প সময়ের মধ্যে 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রা' প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনগুলিতে কউক দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশা করছি।

আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ও তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে কক্সবাজার জেলায় উন্নয়নের মহোৎসব চলছে। জাতির পিতার নানা স্মৃতি বিজড়িত ঝাউবিথি এবং কক্সবাজার জেলার প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আকর্ষণ এবং আবেগময় স্মৃতি রয়েছে। সমগ্র দেশে উন্নয়নের যে ধারা বইছে তার সিংহভাগ কক্সবাজার জেলায় প্রতীয়মান। শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলাকে উন্নয়ন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলার ইতিহাসে বিভাগীয় শহরের পরে জেলা শহরে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করেন।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের কক্সবাজার জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, এই সমুদ্র সৈকতকে নান্দনিকভাবে সাজিয়ে তুলতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এর ফলে দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে কক্সবাজার জেলা অধিক পরিমাণে রাজস্ব আয় করবে বলে আমি মনে করি।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) এর বর্তমান নেতৃত্বের উন্নয়ন কাজে উদ্ভাবনী চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি, আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন, কক্সবাজারের জীব বৈচিত্র্য রক্ষাসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং যানজট নিয়ে কউক এর চেয়ারম্যানের মৌলিক ভাবনাই প্রকাশিত হচ্ছে। এতে এলাকাবাসীর সহযোগিতা ও সু-সম্পর্ক কউক এবং কক্সবাজার জেলাকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কউক প্রতিষ্ঠার এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিক প্রত্যয় নিয়ে যে প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাই এবং আগামী দিনগুলিতে কউক অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবে এই প্রত্যাশা করছি। আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শরীফ আহমেদ, এম.পি

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত পাহাড়ী ঝর্ণা ও দীর্ঘতম সৈকতের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতি বছর কক্সবাজারে দেশী-বিদেশী অগণিত পর্যটক ছুটে আসে। পর্যটন নগরী হিসেবে কক্সবাজারকে বিশ্ব পরিমন্ডলে অধিকতর পরিচিতি করার জন্য বর্তমান সরকার নানামুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে এবং নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিকল্পনাধীন রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার বিশ্ব দরবারে আকর্ষণীয়, পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক পর্যটন নগরীর উদাহরণ সৃষ্টি করবে।

প্রতিষ্ঠার ০৪ (চার) বছর ০৮ (আট) মাসের কর্মকান্ড নিয়ে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একটি প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে জানতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। যাদের মেধা, শ্রম ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই সুন্দর সংকলনটি প্রকাশিত হচ্ছে তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তার কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে এ কামনা করছি।

মো: শহীদ উল্লা খন্দকার

চেয়ারম্যান
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
কক্সবাজার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম টেকসই উন্নত দেশ হিসেবে রূপায়ন করা। সেই স্বপ্ন রূপায়নের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে মহান জাতীয় সংসদে আইনের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান "কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "এই কক্সবাজারকে আধুনিক ও পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তুলবো" এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিগত ১৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করি। যদিও এই কক্সবাজার শহর এবং তদ্‌সংলগ্ন এলাকাসমূহ ইতোমধ্যে অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত স্থাপনা ও দূষণের শিকার হয়েছে।

কক্সবাজারের মানুষের মধ্যে এ শহরের প্রতি যে প্রগাঢ় ভালবাসা লক্ষ্য করেছি তাদের সেই দেশপ্রেমই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে একটি অত্যাধুনিক ও মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী যুগোপযোগী পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলার; যা ক্ষেত্রবিশেষে কারো কারো অসুবিধার কারণ হতে পারে।

আমাদের লক্ষ্য ও অঙ্গীকার, কক্সবাজারকে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি পরিকল্পিত, আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা। আমার বিশ্বাস আপনাদের দোয়া, ভালবাসায় উক্ত রূপকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যে আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করেছি। আমি কক্সবাজারের সন্তান। আমি সদা প্রস্তুত আপনাদের যেকোন অভিযোগ-অনুযোগ শোনার জন্য। এছাড়াও যেকোন সময় আমাদের ওয়েবসাইটে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত হতে অভিযোগ ও পরামর্শ জানাতে পারেন। এছাড়া ওয়েবসাইটে আমাদের কার্যক্রম ও সেবার সুযোগ সমূহের পূর্ণ বিবরণ দেখতে পাবেন। আধুনিক কক্সবাজার গঠনে আপনার সুন্দর মতামত পেলে আমরা বিবেচনা করবো।

পরিশেষে যারা আমাদের কাজে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে বিনম্র শ্রদ্ধ এবং ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যিনি এ বিশাল কাজের দায়িত্ব অর্পনের জন্য আমাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার প্রাণপন চেষ্টা করবো।

লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কুল ঘেষে অপূর্ব সৌন্দর্য বেষ্টিত পর্যটনের রাজধানী কক্সবাজার। কক্সবাজারের মায়াবি ও রূপময়ী সমুদ্র সৈকতের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাময় জনপথ কক্সবাজারকে ঘিরে বর্তমান সরকারের রয়েছে নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা। সরকার আধুনিক পর্যটন নগরী গঠনের লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) প্রতিষ্ঠিত করে।

কক্সবাজারকে একটি সুন্দর সুপরিকল্পিত পর্যটন শহর রূপান্তর করতে প্রয়োজনীয় সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাদারী কর্মকান্ড পরিচালনা সহ কক্সবাজার শহরের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠ পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১০ তলা বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

তাছাড়া শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণেরও বিশাল সুযোগ রয়েছে, তাই কক্সবাজার আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পর্যটন নগরীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটনকেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদসম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হাজার বছরের ঐতিহ্য কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্রে লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর। দখলদারিত্ব এবং অবজ্ঞার রূপ হটিয়ে 'কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর সংস্কারসহ পুনর্বাসন' প্রকল্পের মাধ্যমে পুকুর তিনটিকে নান্দনিক ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে স্থানীয় জনসাধারণসহ পর্যটকদের বিনোদনের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

কক্সবাজার শহরের একমাত্র প্রধান সড়ক "হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ" প্রকল্পটির মাধ্যমে সড়কটি সংস্কারসহ প্রশস্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রকল্পটির কাজ ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১'। দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে উক্ত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ।

পর্যটন রাজধানী কক্সবাজারের পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে শহরের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে স্টারফিশ, রূপচাঁদা, সাম্পান এবং ঝিনুক ভাস্কর্য। রূপচাঁদা ভাস্কর্য সংলগ্ন জায়গায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন এবং কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে টেরাকোটা 'উন্নয়নে অবিচল'। এছাড়াও মেরিন ড্রাইভ সড়কে নির্মাণাধীন রয়েছে ২টি নান্দনিক ভাস্কর্য।

পর্যটক ও স্থানীয় জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং মেরিন ড্রাইভ সড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দরিয়ানগর হতে হিমছড়ি, কক্সবাজার শহর এবং ঈদগাঁও ইউনিয়নে এলইডি লাইট স্থাপন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নির্দেশনাক্রমে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজারের লাল কাঁকড়া, কচ্ছপ, ডলফিন, সাগর লতাসহ অন্যান্য জীব বৈচিত্র্য রক্ষার নিমিত্ত ৫টি পয়েন্টে সাইনবোর্ড, ঘেরা-বেড়া প্রদানের মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মেরিন ড্রাইভ সড়কের পাটুয়াবটেক হতে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কে রোপন করা হয়েছে সোনালু, কৃষ্ণচূড়া, জারুল, জালপাই, বদম এবং কাঠ বাদাম গাছের ৯০ হাজার চারা গাছ।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এই সাফল্য কক্সবাজারবাসীসহ কউকের সকল শুভাকাঙ্খীদের। শূন্য থেকে শুরু হওয়া নব গঠিত প্রতিষ্ঠান এ স্বল্প সময়ে যা অর্জন করেছে তা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রশংসার দাবিদার। ৩য় বারের মত 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রা' প্রকাশনাটি আমাদের কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে তুলে ধরার আনবদ্য প্রয়াস। অনিচ্ছাকৃত ভুলসমূহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। আগামীতে একটি আধুনিক, আকর্ষণীয়, পরিবেশবান্ধব পর্যটন নগরীর গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কউক এর সার্বিক সাফল্য কামনায় সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ।

আবু জাফর রাশেদ
সচিব (উপ-সচিব)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কক্সবাজারের ইতিহাস

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে এ অঞ্চলের দায়িত্বভার দেয়া হয়। তিনি এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। যা 'কক্স সাহেবের বাজার' এবং পরবর্তীতে কক্সবাজার নামে পরিচিতি পায়।

কক্সবাজারের ইতিহাস মুঘল আমলে শুরু হয়েছে। বর্তমান কক্সবাজারের পাশ দিয়ে মুঘল শাসন কর্তা প্রিন্স শাহ সুজা আরাকান প্রদেশে যাওয়ার পথে এ অঞ্চলের পাহাড় ও সাগরের মিলিত সৌন্দর্য অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি তার সেনা-সীমান্তে ঘাটি করতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেনা বহরের এক হাজার পালকি (ডুলি) এখানে অবস্থান নেয়। এক হাজার ডুলি (পালকি) এর নামে এর নামকরণও করা হয় ডুলাহাজারা যা বর্তমানে চকরিয়া উপজেলার একটি ইউনিয়ন। মুঘল আমলের পরবর্তীতে এ অঞ্চল ত্রিপুরা এবং আরাকানদের দখলে চলে যায়। তারপর পর্তুগীজরা কিছুসময় এ অঞ্চলে শাসন করে। অত:পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে এ অঞ্চলের দায়িত্বভার দেয়া হয়। তিনি এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। যা 'কক্স সাহেবের বাজার' এবং পরবর্তীতে কক্সবাজার নামে পরিচিত পায়। পাহাড়, সাগর, দ্বীপ, নদী ও সমতল ভূমির এক অনন্য মিলন মোহনা এ কক্সবাজার। এ জেলায় রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্র সৈকত যার দৈর্ঘ্য ১২০ কি.মি এবং এটি একটি অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান। কক্সবাজার জেলার উত্তরে চট্টগ্রাম জেলা, পূর্বে বান্দরবান জেলা ও বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমানা বিভক্তকারী নাফ নদী এবং মায়ানমার, দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। এ জেলার আয়তন ২৪৯১.৮৬ বর্গ কি.মি.।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইতিহাস

মহান জাতীয় সংসদ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল-২০১৫ অনুমোদন করে, যাতে করে পরিকল্পিত পর্যটন নগরী হিসেবে কক্সবাজার গড়ে উঠে। মাননীয় স্পীকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিলটি পাশ হয়। ৬ জুলাই ২০১৫ সালে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিলটি সংসদ কর্তৃক পাশ হয় এবং এতে বলা হয় যে, সুপারিশকৃত আইনটি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন এবং চলমান অবকাঠামোগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে কক্সবাজারকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে উঠাকে নিশ্চিত করবে। ১৩ মার্চ ২০১৬ খ্রি: মহান জাতীয় সংসদে পাশকৃত বিলটি গেজেটে প্রকাশিত হয়। ১১ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) এর প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে লে. কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি কে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তিনি ১৪ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তার পদে যোগদান করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ আগস্ট তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের উদ্দেশ্য:

কক্সবাজার ও উহার সন্নিহিত এলাকা সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রয়োজনীয়তা:

যেহেতু কক্সবাজার অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের যথাযথ ব্যবহারে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিয়াছে; এবং যেহেতু উক্তরূপ পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত অঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়ন আবশ্যক; এবং যেহেতু উক্ত অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখা পর্যটনশিল্প বিকাশের জন্য অপরিহার্য; এবং যেহেতু এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন; এবং যেহেতু অপরিকল্পিত নগরায়ন বন্ধ করাসহ অননুমোদিতভাবে নির্মিত ইমারত ও স্থাপনা অপসারণ করা জরুরী; এবং যেহেতু উক্ত পর্যটন অঞ্চলের অবকাঠামো ও স্থাপনাসমূহ দৃষ্টিনন্দন হওয়া বাঞ্ছনীয়; এবং যেহেতু উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, গঠন ইত্যাদি :

এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে। কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা;

১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে। যথা-

ক) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান;

খ) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ৪ (চার) জন সদস্য, যথা:

১) সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ);

২) সদস্য (প্রকৌশল);

৩) সদস্য (পরিকল্পনা) এবং

৪) সদস্য (আইন ও বাস্তবায়ন)

গ) জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার;

ঘ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

ঙ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

চ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

ছ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

জ) পুলিশ সুপার, কক্সবাজার;

ঝ) মেয়র,কক্সবাজার পৌরসভা;

ঞ) বিভাগীয় প্রধান, নগর অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়;

ট) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার;

ঠ) স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি কর্তৃক মনোনীত কক্সবাজার জেলায় কর্মরত স্থানীয় স্থাপত্য বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

ড) কক্সবাজার শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত সমিতির একজন প্রতিনিধি; এবং

ঢ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন বিশিষ্ট নাগরিক, তন্মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হইবেন।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা

১) ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন);

২) মহাপরিকল্পনা **(Master Plan)** প্রণয়নের নিমিত্ত ভূমি জরিপ ও সমীক্ষা, গবেষণা পরিচালনা এবং তদসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৩) ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলী গ্রহণ;

৪) পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটনকেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদসম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার কার্যকর বাস্তবায়ন;

৫) দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কক্সবাজার জেলায় নিরাপদ অবস্থান ও যাতায়াত সহজ করিবার লক্ষ্যে আধুনিক পর্যটন নগরী ও অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সড়ক, মহাসড়ক, নৌপথ, রেলপথ ও সমুদ্রপথ নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;

৬) সমুদ্র সৈকতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ;

৭) অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি বসতি অপসারণক্রমে নূতন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাগণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮) ক্ষতিগ্রস্ত, বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের আবাসন সমস্যার অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন;

৯) উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে এইরূপ কোন এলাকার জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি এবং উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বা কোন ইমারত বা স্থাপনার পরিবর্তনের উপর অনধিক এক বৎসর পর্যন্ত বিধি-নিষেধ আরোপ;

১০) আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা তৈরী এবং উহার ধারাবাহিক সংরক্ষণ;

১১) পর্যাপ্ত সংখ্যক বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি;

১২) কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যয়ে দেশি-বিদেশি বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পরামর্শ বা সহযোগিতা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১৩) পর্যটন শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, সরকারি বা সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১৪) কোন উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান;

১৫) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ;

১৬) পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন;

১৭) আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর সংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন;

১৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

১৯) সমুদ্র সৈকত বা তৎসংলগ্ন পর্যটন অঞ্চলে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করিবার লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, বিনোদন ও সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং

২০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা

৯২তম বোর্ড সভায় উপস্থিত (ছবিতে নীচ ডান দিক থেকে):- জনাব আবু জাফর রাশেদ, সচিব (উপ সচিব), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আনোয়ার উল ইসলাম, সদস্য (প্রকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; ডাঃ সাইফুদ্দিন ফরাজি, সদস্য, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি, চেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; মোঃ আমিন আল পারভেজ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব); জনাব আবু মোবশ্বেদ চৌধুরী, সভাপতি, কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স; ইঞ্জিনিয়ার বদিউল আলম, সদস্য, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; (ছবিতে উপরে ডান দিক থেকে) জনাব মোঃ কামরুল হাসান, সিনিয়র কেমিস্ট, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার; জনাব জহির উদ্দিন আহমদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার; জনাব মীর মনজুরুর রহমান, উপ-প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর; জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, এএসপি, ডিএসবি, কক্সবাজার; জনাব মুহাম্মদ রাশিদুল হাসান, সহকারী অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, চুয়েট; জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

কউকের অধিক্ষেত্র

০৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা

স্থান : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র নির্ধারণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া এর দপ্তরে আলোচনা সভা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র নির্ধারণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উখিয়া এর দপ্তরে আলোচনা সভা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের
অধিক্ষেত্র নির্ধারণের লক্ষ্যে
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রামু এর দপ্তরে আলোচনা সভা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের
অধিক্ষেত্র নির্ধারণের লক্ষ্যে
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চকরিয়া এর দপ্তরে আলোচনা সভা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের
অধিক্ষেত্র নির্ধারণের লক্ষ্যে
টেকনাফ উপজেলার জনসাধারণের
সাথে আলোচনা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ৬৯০.৬৭ বর্গ কিলোমিটার অধিক্ষেত্রের প্রজ্ঞাপন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা-১৭ এর ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ৬৯০.৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ইতোপূর্বে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যান এর আয়তন ৩২২.৩০ বর্গ কিলোমিটার।

বর্তমান অধিক্ষেত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক	উপজেলার নাম	উপজেলাভিত্তিক সর্বমোট এলাকা (বর্গ কি: মি:)	ইউডিডি'র মাস্টার প্ল্যান এরিয়া	পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা	ইউডিডি'র অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যান এরিয়া (ইউডিডি মাস্টার প্ল্যান+পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা)	কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কউকের এরিয়া (বর্গ কি: মি:)	ইউডিডি+ পর্যটন সংরক্ষণ+ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বমোট এরিয়া (বর্গ: কি: মি:)
০১	টেকনাফ	৩৮৮.৬৮	৫৭.২৭	১৪.২৩	৭১.৫০	৭১.৬৫	১৪৩.১৫
০২	উখিয়া	২৬১.৮০	৫৫.০৫	১১.৬৯	৬৬.৭৪	৫.৮৭	৭২.৬১
০৩	রামু	৩৯১.৭১	৩০.০০	৪.০৬	৩৪.০৬	৪৯.৪৩	৮৩.৪৯
০৪	কক্সবাজার সদর	২২৮.২০	১০০.৫২	৫.৭৯	১০৬.৩১	১৯.২৫	১২৫.৫৬
০৫	মহেশখালী	৩৬২.১৮	৯.৪০	৮.২৮	১৭.৬৮	--	১৭.৬৮
০৬	কুতুবদিয়া	২১৫.৮০	--	০.৪১	০.৪১	৬২.৬৩	৬৩.০৪
০৭	পেকুয়া	১৩৯.৬৮	--	--	--	৪৩.২৬	৪৩.২৬
০৮	চকরিয়া	৫০৩.৭৮	--	১৬.৪৭	১৬.৪৭	৫৫.৩৫	৭১.৮২
০৯	সী-বীচ এরিয়া	--	৭০.০৬	--	৭০.০৬	--	৭০.০৬
		২৪৯১.৮৩	**৩২২.৩০**	**৬০.৯৩**	**৩৮৩.২৩**	**৩০৭.৪৪**	**৬৯০.৬৭**

উল্লেখ্য যে, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ অনুযায়ী কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কউকের অনুমোদন ব্যতীত কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। তাই সকল প্রকার ইমারত নির্মাণের পূর্বে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ভবনের নকশার অনুমোদন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুরোধক্রমে

লে: কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি

চেয়ারম্যান

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কক্সবাজার অঞ্চলের ম্যাপ

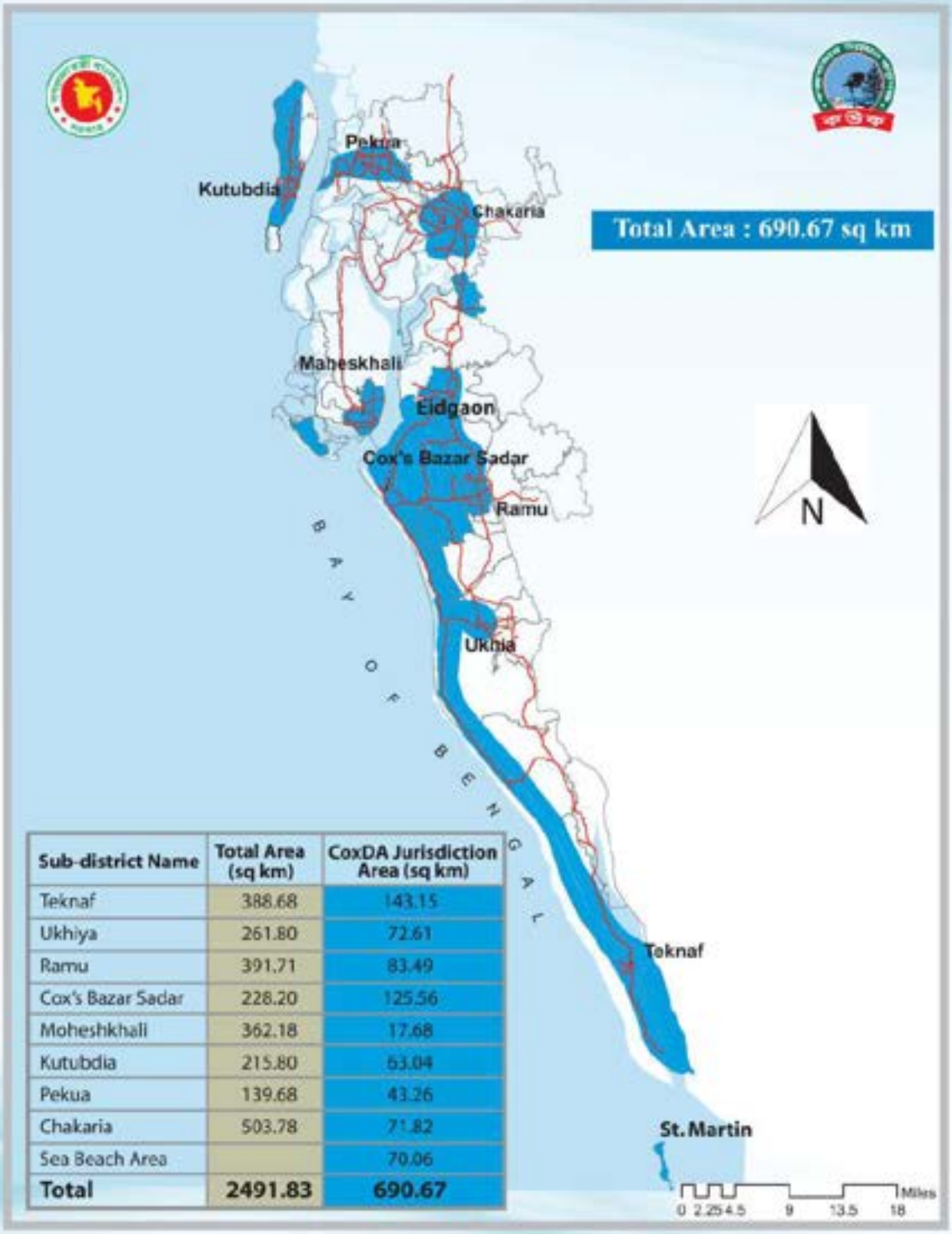

Sub-district Name	Total Area (sq km)	CoxDA Jurisdiction Area (sq km)
Teknaf	388.68	143.15
Ukhiya	261.80	72.61
Ramu	391.71	83.49
Cox's Bazar Sadar	228.20	125.56
Moheshkhali	362.18	17.68
Kutubdia	215.80	63.04
Pekua	139.68	43.26
Chakaria	503.78	71.82
Sea Beach Area		70.06
Total	**2491.83**	**690.67**

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত রামু উপজেলার অংশ

কউক অধিভুক্ত রামু উপজেলার আওতাধীন মৌজাসমূহ:

মৌজার নাম	সিট নং	জমির পরিমাণ (একর)
পেঁচার দ্বীপ	০১-০৩	৫৮৩.০৪
খোয়া পালং	০১-০২	৮৫২.৭৪
লট উখিয়ার ঘোনা	০১-০৭	১৫১৭.০৯
নোনাছড়ি	০১-০৪	১১০৬.০৮
উত্তর মিঠাছড়ি	০১-০২	৯৩৩.২৯
মেরংলোয়া	০১-০২	৭৪৪.৭৫
ফতেখাঁরকুল	০১-০৫	১২৭৮.৮৩
রাজারকুল	০১-০৯	২৭৩৯.৩০
চাইন্দা	০১-০৭	২৪২৯.৩৯
জঙ্গল খুনিয়া পালং		৬৯.৯৭
মিঠাছড়ি	০১-১১	৪৩৩৮.৮২
জঙ্গল খোয়াপালং		৩৪৬.৬৮
খুনিয়া পালং	০১-০৬	১১৬২.৭৩
গোয়ালিয়া পালং	০১-০৩	৬৬৪.৬৮
জোয়ারিয়া নালা	০১-০৭	১০০১.৫২
মোট =		২০৬৩১.২৮

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত কক্সবাজার সদর উপজেলার অংশ

কউক অধিভুক্ত কক্সবাজার সদর উপজেলার আওতাধীন মৌজাসমূহ:

মৌজার নাম	সিট নং	জমির পরিমাণ (একর)
ঈদগাঁ (ইসলামাবাদ ও জালালাবাদ ইউনিয়ন সহ)	০১-০৮	৪০৭৬.৫২
চৌফলদন্ডী	০১-০৬	৩৪৬৫.৪১
ভারুয়াখালী	০১-০৮	২৯৫০.১১
তেতৈয়া	০১-০৪	১৩৬৮.৮৬
তোতকখালী	০১-০৩	৭০৮.৯৬
থুরুশকুল	০১-০৮	৪২২৫.৬৩
কক্সবাজার	০১-০৮	১৯৬৪.৯৬
ঝিলংজা	০১-১৫	৬৪২৯.৯৬
পাতলী-মাছুয়াখালী	০১-১১	৩৫৪০.২৯
বোয়ালখালী	০১-০২	৭৩২.৯৭
ভোমরিয়াঘোনা	০১-০২	৬০২.৬২
খরুলিয়া	০১-০৩	৯৬৪.২৬
সর্বমোট	---	**৩১০২৮.৯৫**

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত টেকনাফ উপজেলার অংশ

কউক অধিভুক্ত টেকনাফ উপজেলার আওতাধীন মৌজাসমূহ:

মৌজার নাম	সিট নং	জমির পরিমাণ (একর)
টেকনাফ	০১-০৮	৭৮৭৪.৫৪
সাবরাং	০১-১০	৭৪৯৭.৭৯
শাহপরীর দ্বীপ	০১-১২	৭৫৯৮.০৪
জিঞ্জিরা দ্বীপ	০১-০৩	৮২৯.৮৬
বড় ডেইল	০১-০৭	১৯৮৪.৮০
লেঙ্গুর বিল	০১-০৫	২০৫৩.৬৬
জিঞ্জিরা দ্বীপ	০১-০৫	৭২৯.৮৬
শীলখালী	০১-১৫	২৫৩৭.৩৬
রিজার্ভ উত্তর হীলা	০১-০৬	১৯৭১.৩৭
উত্তর হীলা	০১-০৯	২০৫২.০৩
রিজার্ভ টেকনাফ	০১-০৩	১০৪৪.৬২
মোট =		৩৫৩৭৩.৯৩

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত উখিয়া উপজেলার অংশ

কউক অধিভুক্ত উখিয়া উপজেলার আওতাধীন মৌজাসমূহ:

মৌজার নাম	সিট নং	জমির পরিমাণ (একর)
জালিয়া পালং	০১-০৫	৩৪৭৭.১৭
ইনানী	০১-১১	৪৬৮৫.২২
উখিয়া	০১-০৫	২৩২৯.৬১
রিজার্ভ উখিয়ার ঘাট	০১-০৬	৫২৩.৫৮
পালংখালী	০১-০৯	৪১৫৯.৬০
রুমখা পালং	০১-০৫	১৬৪৩.৯৬
মরিচ্যা পালং	০১-০৩	১১২৪.০৪
মোট =		১৭৯৪৩.১৮

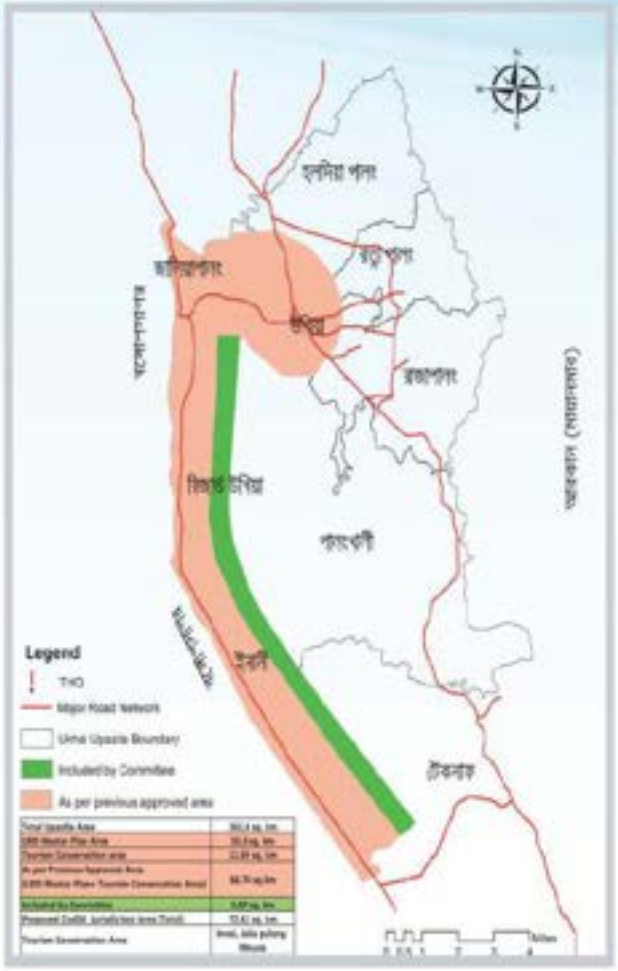

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত চকরিয়া উপজেলার অংশ

কউক অধিভুক্ত চকরিয়া উপজেলার আওতাধীন মৌজাসমূহ:

মৌজার নাম	শিট নং	জমির পরিমাণ (একর)
মেধাকচ্ছপিয়া	০১-০৪	৩৯৪.৩০
ডুলাহাজারা	০১-০৬	৬৮৯.০৫
জঙ্গল খুটাখালী	০১	৯০.০৯
কবইয়াঘোনা	০১-০২	৯৯৫.৭৮
ডরামখুরী	--	১৯৪.৪৮
কিনামারা	--	৮৭.৫৬
লিজ পানখালী	--	১৩৯.৫৯
পালাকাটা	০১-০৭	২৯২৭.৮০
পোক পুকুরিয়া পানখালী	--	২৪২.১৯
লিপর পানখালী	--	৪০৭.১৬
খোয়াজনপর	--	৯৪.৩৬
খোচপাড়া	--	২৫৭.০০
চিরিঙ্গা	--	২৩০.৬০
ঘাটাখালী	--	১৭০.১৫
সুরাজপুর	০১	৪৯৪.৮১
লক্ষ্যারচর	০১-০৩	৮২৭.৩৭
কাকারা	০১-১০	২০৯৭.২০
বগাচতর	০১-০৪	৩৯৯.১৮
চরলক্ষীপ	--	৬৬৫৫.০৫
পাপলির বিল	০১-০২	২০৭.৯২
হাজিয়াল	--	১১৪.০৩
মোট =		১৭৭৪৯.০৬

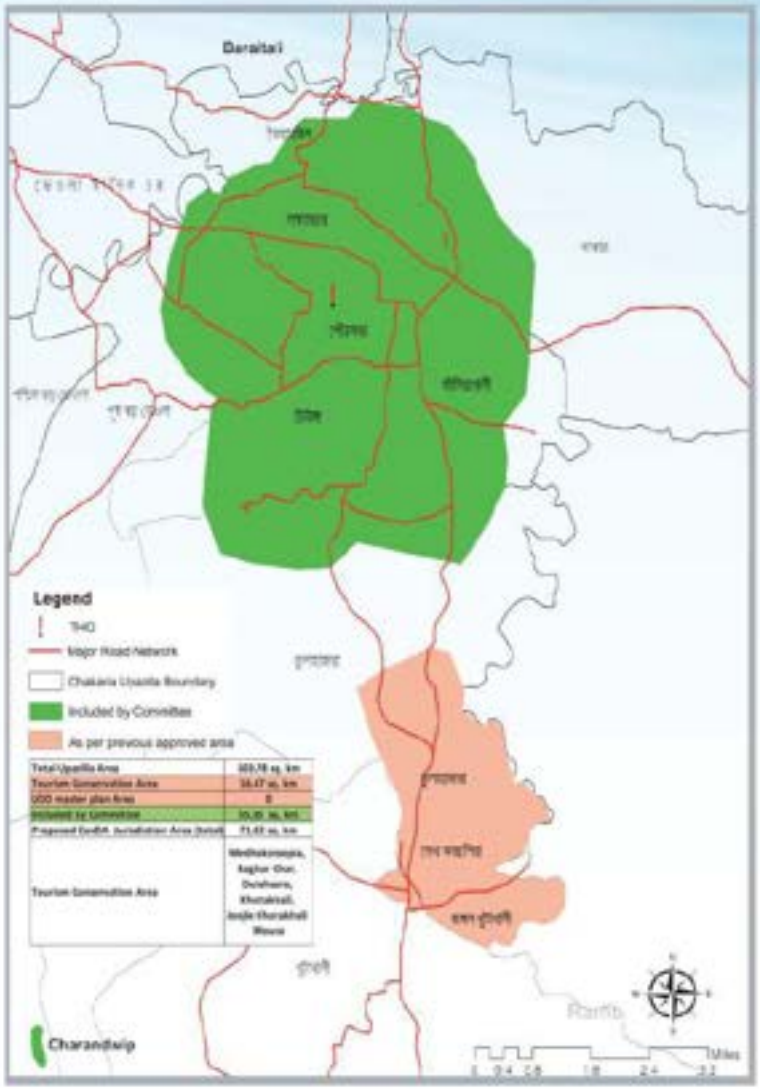

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত মহেশখালী উপজেলার অংশ

কউক অধিভুক্ত মহেশখালী উপজেলার অন্তর্ভাবীন মৌজাসমূহ:

মৌজার নাম	সিট নং	জমির পরিমাণ (একর)
সোনাদিয়া	০১-০৬	১৯৯৫.২১
পাহাড় ঠাকুর তলা	--	৮৪০.৮৮
পুটিবিলা	০১-০২	৪৭৩.৬১
গোরকঘাটা	০১-০২	৫০৫.৯৩
হামিদর দ্বিয়া	--	৪৮১.৮৫
মোট =	--	৪৩৩০.৪৮

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত কুতুবদিয়া উপজেলার অংশ

কউক অধিভুক্ত কুতুবদিয়া উপজেলার অন্তর্ভাধীন মৌজাসমূহ:

মৌজার নাম	সিট নং	জমির পরিমাণ (একর)
চর ধুরুং	০১-০২	৮৯০.৮৬
উত্তর ধুরুং	০১-০৮	৩৬১৭.৯৭
দক্ষিণ ধুরুং	০১-০৫	২৪৭২.৭৯
কৈয়ারবিল	০১-০৫	১৬২৩.০৯
বড়ঘোপ	০১-০৫	২৫৬২.৭
আলী আকবর ডেইল	০১-০৪	২৬৬৫.২২
রাজাখালী	০১-০২	৫৫৮.২৬
লেমশিখালী	--	৪৮৫.৮১
মোট =		১৫৫৭৮.৩৮

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিভুক্ত পেকুয়া উপজেলার অংশ

কউক অধিভুক্ত পেকুয়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত মৌজাসমূহ:

মৌজার নাম	সিট নং	জমির পরিমাণ (একর)
পেকুয়া	০১-০৯	৪৫৫৮.৮৪
মগনামা	০১-০৮	২৯৬৫.৪৭
বারবাকিয়া	০১-১০	২৭২৩.৮৬
রাজাখালী		৪৪৩.০৪
মোট =		১০৬৯১.৫১

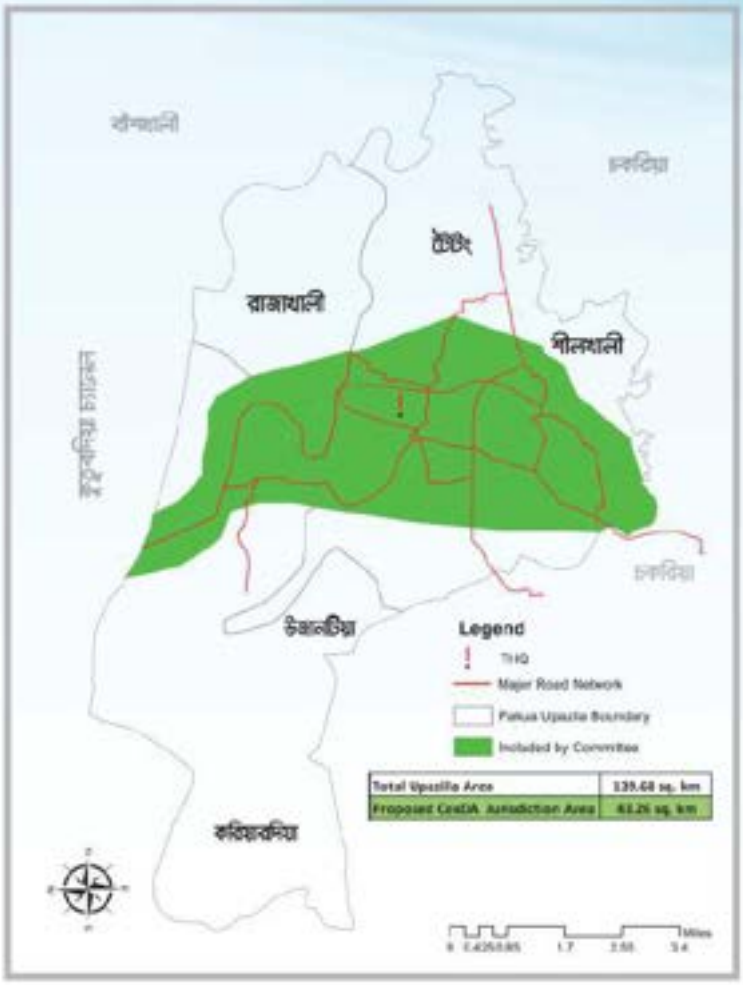

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

০১

প্রধান সড়ক ও বিমান বন্দর সড়কের সংযোগস্থলে নির্মিত স্টার ফিস ভাস্কর্যের দিনের দৃশ্য

প্রধান সড়ক ও বিমান বন্দর সড়কের সংযোগস্থলে নির্মিত স্টার ফিস ভাস্কর্যের রাতের দৃশ্য

০২

মোটেল রোডে নির্মিত সাম্পান ভাস্কর্যের দিনের দৃশ্য

মোটেল রোডে নির্মিত সাম্পান ভাস্কর্যের রাতের দৃশ্য

লাবনী পয়েন্ট মোড়ে নির্মিত রূপচাঁদা ভাস্কর্যের দিনের দৃশ্য

লাবনী পয়েন্ট মোড়ে রূপচাঁদা ভাস্কর্যের রাতের দৃশ্য

বাহারছড়া, মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে ঝিনুক ভাস্কর্যের দিনের চিত্র

বাহারছড়া, মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে ঝিনুক ভাস্কর্যের রাতের চিত্র

১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ মুজিববর্ষ উপলক্ষে টেরাকোটা 'উন্নয়নে অবিচল' শুভ উদ্বোধন করা হয়

লাবনী পফেট মোডে নির্মিত টেরাকোটা 'উন্নয়নে অবিচল' এর দিনের চিত্র

লাবনী পয়েন্ট মোড়ে নির্মিত টেরাকোটা 'উন্নয়নে অবিচল' এর রাতের চিত্র

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক 'উন্নয়নে অবিচল' টেরাকোটা পরিদর্শন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক 'উন্নয়নে অবিচল' টেরাকোটা পরিদর্শন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের পরিবারসহ টেরাকোটা 'উন্নয়নে অবিচল' পরিদর্শন

০৬

সড়ক আলোকায়ন প্রকল্প

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সড়ক আলোকায়ন-০১
প্রকল্পের আওতায় মেরিন ড্রাইভ সড়কের দরিয়ানগর হতে হিমছড়ি পর্যন্ত এলইডি লাইট স্থাপন করা হয়েছে

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সড়ক আলোকায়ন-০২
প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার পুরো শহরে এলইডি লাইট স্থাপন করা হয়েছে

০৭

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নির্দেশনাক্রমে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজারের লাল কাঁকড়া, কচ্ছপ, ডলফিন, সাগর লতাসহ অন্যান্য জীব বৈচিত্র্য রক্ষার নিমিত্ত ডায়াবেটিক পয়েন্ট হতে সমিতিপাড়া; মুগদ্ধা পয়েন্ট হতে কলাতলী পয়েন্ট; দরিয়ানগর-হিমছড়ি-পেচারদ্বীপ-রেজুখাল ব্রীজ পয়েন্ট; উত্তর সোনারপাড়া, দরিয়ানগর, মাদারবুনিয়া পয়েন্টসহ মোট ০৫ (পাঁচ) টি পয়েন্টে সাইনবোর্ড লাগানো, ঘেরা-বেড়া প্রদানের মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজ করা হয়েছে।

ঘেরা-বেড়া প্রদানের লক্ষ্যে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করেন কউক চেয়ারম্যান লে: কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি

ঘেরা-বেড়ার মাধ্যমে লাল কাকড়া সংরক্ষণ

সমুদ্র সৈকতের সাগর লতা

সমুদ্র সৈকতের কচ্ছপ ও কচ্ছপের ডিম

০৮

সবুজায়ন প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে সবুজায়ন ও বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে মেরিন ড্রাইভ সড়কের পাটুয়ারটেক হতে টেকনাফ, সুগন্ধা পয়েন্ট হতে কলাতলী বীচ এবং কউকের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জাতের ০১ (এক) লক্ষ গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে সবুজায়ন প্রকল্পের মধ্যে পাটুয়ারটেক হতে টেকনাফ পর্যন্ত সোনালু, কৃষ্ণচূড়া, জারুল, জলপাই, কদম এবং কাঠ বাদাম গাছের ৯০ হাজার চারা গাছ রোপন করা হয়েছে।

গাছের চারা রোপনের শুভ উদ্বোধন

মেরিন ড্রাইভ সড়কে সবুজায়ন প্রকল্প

০৯ কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ জৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

প্রকল্প বাস্তবায়ন :

কমিটির চেয়ারপার্সন : লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রকল্প পরিচালক : ১। লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আনোয়ার উল ইসলাম
সদস্য (প্রকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২১
২। লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খিজির খান পি ইঞ্জ
সদস্য (প্রকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মেয়াদ : মার্চ ২০২১ হতে অদ্যাবদি।

প্রকল্পের সুবিধাদি : ওয়াকওয়ে, মসজিদ সংস্কার, স্যুভিনিয়র শপ, কমিউনিটি বিল্ডিং, স্ন্যাক্সবার, ট্যুরিস্ট ডেস্ক, ট্যুরিস্ট তথ্য কেন্দ্র, সাইকেল পার্কিং স্ট্যান্ড, সুপরিসর পাবলিক টয়লেট, ল্যান্ডস্কেপিং, এম্পিথিয়েটার, ড্যান্সিং ওয়াটার ফাউন্টেন্ট, লাইব্রেরী ইত্যাদি

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১

০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনাব শরীফ আহমেদ এমপি প্রকল্পটি শুভ উদ্বোধন করেন

কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

সংস্কারপূর্ব গোলদিঘীর চিত্র

ঐতিহ্যবাহী গোলদিঘীর সংস্কার পরবর্তী বর্তমান দিনের চিত্র

কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

সংস্কারপূর্ব গোলদিঘীর চিত্র

ঐতিহ্যবাহী গোলদিঘীর সংস্কার পরবর্তী বর্তমান রূপের চিত্র

কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

সংস্কারপূর্ব বাজারঘাটা পুকুর

সংস্কার পরবর্তী বর্তমান বাজারঘাটা পুকুর

কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

সংস্কারপূর্ব বাজারঘাটা পুকুর

সংস্কার পরবর্তী বর্তমান বাজারঘাটা পুকুর

কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

সংস্কারপূর্ব লালদিঘী

লালদিঘীর বর্তমান চিত্র

কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

সংস্কারপূর্ব লালদিঘী

লালদিঘীর বর্তমান চিত্র

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি (চট্টগ্রাম-১) মহোদয়ের গোলদিঘী পরিদর্শন

২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের যুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব শাজাহান খান, এমপি (মাদারীপুর-২) এর গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর পরিদর্শন

কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক মহোদয়ের গোলদিঘী পরিদর্শন

কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী, বাজারঘাটা পুকুর পুনর্বাসনসহ ভৌত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকার মহোদয়ের গোলদিঘী পরিদর্শন

২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব
জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ মহোদয়ের গোলদিঘী পরিদর্শন

কক্সবাজার জেলায় ফ্রি ওয়াইফাই জোন স্থাপন

১০

তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমদ পলক, এমপি গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ কক্সবাজার পরিদর্শনে আসেন। উক্ত সময় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় ফ্রি ওয়াইফাই জোন স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর সাথে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা হয়।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার জনগুরুত্বপূর্ণ ৩৫টি পয়েন্টে মোট ৭৪টি এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন করা হয়। ফলে স্থানীয় জনসাধারণসহ আগত পর্যটকগণ ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন।

জনাব জুনাইদ আহমদ পলক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ কক্সবাজারে ফ্রি ওয়াইফাই জোন এর শুভ উদ্বোধন করেন।

জনাব জুনাইদ আহমদ পলক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ কক্সবাজারে ফ্রি ওয়াইফাই জোন এর শুভ উদ্বোধন করেন

জনাব জুনাইদ আহমদ পলক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ কক্সবাজারে ফ্রি ওয়াইফাই জোন এর শুভ উদ্বোধন করেন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপস্থিতির একাংশ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান লে: কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি

কউকের চলমান প্রকল্পসমূহ

০১ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ:

প্রকল্প বাস্তবায়ন :

কমিটির চেয়ারপার্সন : লে: কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রকল্প পরিচালক : ১। লে: কর্নেল মোহাম্মদ আনোয়ার উল ইসলাম
সদস্য (প্রকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২১
২। লে: কর্নেল মোহাম্মদ খিজির খান পি ইঞ্জ
সদস্য (প্রকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মেয়াদ : মার্চ ২০২১ হতে অদ্যাবদি।

প্রকল্পের সুবিধাদি : একটি বেইজমেন্টসহ ১০তলা ভবন, ৪৪টি গাড়ী পার্কিং সুবিধা
১০ম তলায় ডরমিটরী, ১টি মাল্টিপারপাস হল, ৪টি কনফারেন্স রুম।

প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্পের অগ্রগতি : ৯০%

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৬ মে ২০১৭ তারিখ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি

১৫ জুলাই ২০১৮ তারিখ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকার মহোদয়ের
বহুতল অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

০২

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১

প্রকল্প বাস্তবায়ন :

কমিটির চেয়ারপার্সন : লে: কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রকল্প পরিচালক : আবু জাফর রাশেদ
সচিব (উপসচিব) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রকল্পের সুবিধাদি : প্রকল্পের জমির ৬০% এর অধিক উন্মুক্ত থাকবে; পার্কেজসুটসহ আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; প্রতিটি টাওয়ারে একাধিক সিঁড়িসহ জরুরী নির্গমন; অধিকাংশ ফ্ল্যাট দক্ষিণ -পূর্বমুখী এবং ক্রস ভেন্টিলেটেড ফায়ার হাইড্রেন্ট সহ সর্বাধুনিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা;
অতিথিদের অপেক্ষমান স্থানসহ সু-প্রশস্থ রিসেপশন;
প্রকল্পের চারপাশে ২০ ফুট প্রশস্থ সার্ভিস রোড;
সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সু-প্রশস্থ ৮টি লিফট;
শিশুদের জন্য ভবনের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আধুনিক ক্রীড়া সামগ্রীসহ খেলার সুব্যবস্থা;
১০ মিনিটের হাটার দূরত্বে পৃথিবীর দীর্ঘতম সী-বিচ;
সু-প্রশস্থ ড্রপিং-বে; গাড়ি ওয়াশের স্থান; কমিউনিটি সুপারশপ; লন্ড্রি ও ড্রাই ক্লিনিং এরিয়া;
সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত জেনারেটর ও সাব স্টেশন; ফ্ল্যাট দ্রুত হস্তান্তরের নিশ্চয়তা;
ফ্ল্যাটের ক্রয়ে ঋণ সুবিধা; ফিটনেস জোন।

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২

প্রকল্পের অগ্রগতি : ৪৫%

১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসপেক্টাস বিক্রির শুভ উদ্বোধন করা হয়

ক্রমিক	ফ্ল্যাট সাইজ (বর্গফুট)	ফ্ল্যাট সংখ্যা
০১	১৪৩১	১০৮
০২	১৩৮০	১১২
০৩	১০২৭	১১২
০৪	৭১৭	০৪
০৫	৭৮৭	০৪
	মোট =	৩৪০

০৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনাব শরীফ আহমেদ এমপি প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি

বিল্ডিং নং-০১

বিল্ডিং নং-০২

বিল্ডিং নং-০৩

বিল্ডিং নং-০৪

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ গৃহায়ন ও
গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব
জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকার মহোদয়ের
কউকের ফ্ল্যাট প্রকল্প পরিদর্শন

হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-নারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ

০৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন :

কমিটির চেয়ারপার্সন : লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রকল্প পরিচালক : ১। লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আনোয়ার উল ইসলাম
সদস্য (প্রকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২১
২। লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খিজির খান, পি ইঞ্জ
সদস্য (প্রকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মেয়াদ : মার্চ ২০২১ হতে অদ্যাবদি।

প্রকল্পের সুবিধাদি : ফুটপাত, সাইকেলওয়ে, সবুজায়ন, ফুটওভার ব্রিজ, সড়ক বাতি স্থাপন (বিদ্যুতায়ন) ড্রেন নির্মাণ, ব্রীজ, কালভার্ট, সিসি ক্যামেরা, ওয়াইফাই সংযোগ ইত্যাদি

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২

প্রকল্পের অগ্রগতি : ১৭%

প্রস্তাবিত হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-নারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়কের থ্রি-ডি মডেল

০৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকার মহোদয় এর প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন

প্রকল্পের কাজের বর্তমান অগ্রগতি

প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের প্রকল্প পরিদর্শন

প্রকল্পের কাজের বর্তমান অগ্রগতি

কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা

০৪

কক্সবাজারকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ''কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন'' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা গত ২৪ মে ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ৬ জুন ২০২১ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালট্যান্ট (সিএসসি) এ প্রকল্পের কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করবেন। ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের পরে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন

কমিটির চেয়ারপার্সন : লে: কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি

প্রকল্প পরিচালক : মোঃ তানভীর হাসান রেজাউল
উপ-নগর পরিকল্পনাবিদ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রকল্পের মেয়াদ : এপ্রিল ২০২১ হতে মার্চ ২০২৪

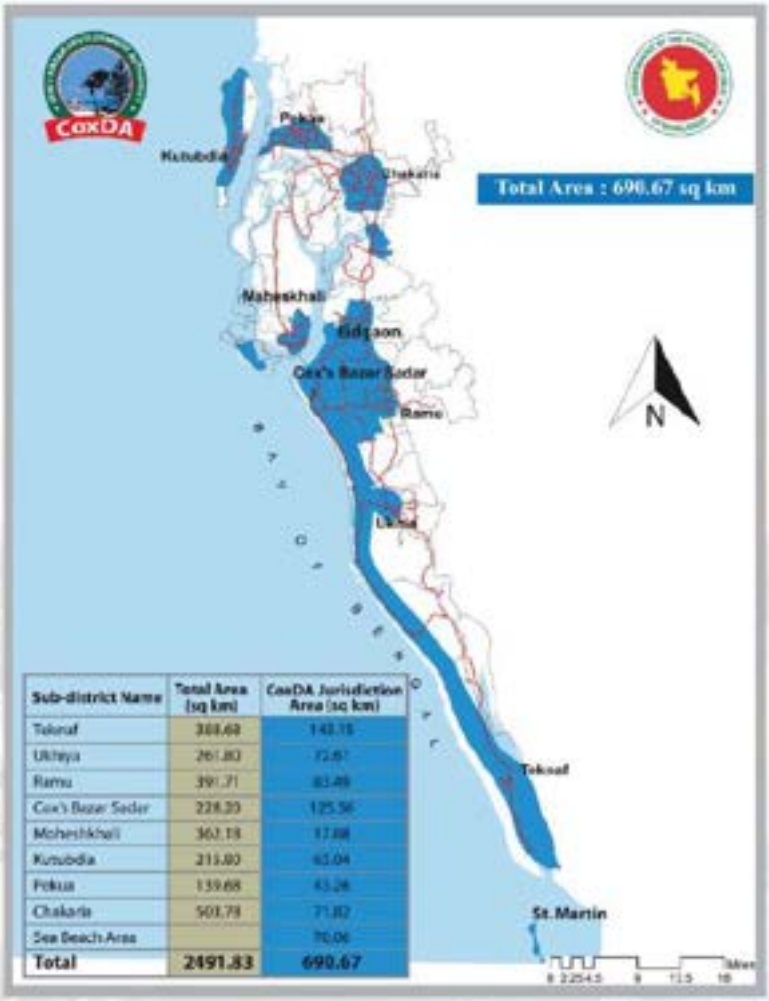

Sub-district Name	Total Area (sq km)	CoxDA Jurisdiction Area (sq km)
Teknaf	388.68	143.15
Ukhiya	261.80	72.87
Ramu	391.71	83.49
Cox's Bazar Sadar	228.20	125.56
Moheshkhali	362.18	17.88
Kutubdia	215.80	63.04
Pekua	139.68	43.28
Chakaria	503.78	71.82
Sea Beach Area		70.06
Total	**2491.83**	**690.67**

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র এর ম্যাপ

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

০১ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ:

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্থায়ী আয়ের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক কলাতলীস্থ ০.৫৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত জমিতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

নির্মিতব্য কউক বাণিজ্যিক ভবনের থ্রি-ডি চিত্র

০২ বাঁকখালী নদী সংলগ্ন ১৫০ ফুট প্রশস্ত সবুজ বেস্টনী সহকারে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প:

বাকখালী নদীর পাশে কস্তুরাঘাট হতে বাংলাবাজার পর্যন্ত সবুজ বেস্টনী সহকারে সড়ক নির্মাণ করা হলে একদিকে যেমন কক্সবাজারের যানজট নিরসনের পাশাপাশি পর্যটকদের বিনোদনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাই বাকখালী নদী সংলগ্ন ১৫০ ফুট প্রশস্ত সবুজ বেস্টনী সহকারে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের ডিজিটাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

প্রকল্পের সুবিধাদি:

- সড়কের সম্ভাব্য দৈর্ঘ্য ৬.৫ কি: মি:
- সড়কের ধরণ- হাইওয়ে ও বাঁধ নির্মাণ
- রাস্তার প্রস্থ : ১৫০ ফুট
- সড়কের লেন : ০৪ লেন
- ল্যান্ড স্কেপিং ও সৌন্দর্য বর্ধন
- ওয়াকওয়ে নির্মাণ
- মিডিয়ান বরাবর সবুজায়ন
- ড্রেন নির্মাণ
- কালভার্ট নির্মাণ
- ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ
- ফ্লাইওভার নির্মাণ
- স্লোপ প্রটেকশন
- ভূমি উন্নয়ন
- স্লুইচ গেইট নির্মাণ
- বসার স্থান ও সুভেনিয়র শপ নির্মাণ

০৩ রহমানিয়া মাদরাসা হতে জেলখানা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ:

কক্সবাজার শহরের নেটওয়ার্ক স্থাপন, যানজট নিরসন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে রহমানিয়া মাদরাসা হতে জেলখানা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

প্রস্তাবিত সড়ক

প্রকল্পের সুবিধাদি:

- সড়কের সম্ভাব্য দৈর্ঘ্য ২.০ কি: মি:
- সড়কের ধরণ- জেলা সড়ক
- রাস্তার প্রস্থ : ৬০ ফুট
- সড়কের লেন : ০৪ লেন
- ল্যান্ড স্কেপিং ও সৌন্দর্য বর্ধন
- ওয়াকওয়ে নির্মাণ
- মিডিয়ান করাবর সবুজায়ন
- ড্রেন নির্মাণ
- কালভার্ট নির্মাণ
- স্লোপ প্রোটেকশন
- ভূমি উন্নয়ন
- বসার স্থান ও কফি শপ নির্মাণ

০৪ লাইট হাউজ-পাহাড়তলী-শহরের প্রধান সড়ক পর্যন্ত ২.৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ:

কক্সবাজার শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বিকল্প সড়ক হিসেবে লাইট হাউজ-পাহাড়তলী-শহরের প্রধান সড়ক পর্যন্ত ২.৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক প্রশস্তকরণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

প্রস্তাবিত সড়ক

প্রকল্পের সুবিধাদি:

- সড়কের সম্ভাব্য দৈর্ঘ্য ২.৫ কি: মি:
- সড়কের ধরণ- জেলা সড়ক
- রাস্তার প্রস্থ : ৫০/৩৫ ফুট
- সড়কের লেন : ০২ লেন
- ল্যান্ড স্কেপিং ও সৌন্দর্য বর্ধন
- ওয়াকওয়ে নির্মাণ
- ড্রেন নির্মাণ
- কালভার্ট নির্মাণ
- ভূমি উন্নয়ন

০৫ বঙ্গবন্ধু স্মার্ট সিটি প্রকল্প:

একটি পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কক্সবাজার, ঝিলংজা এবং খুরুশকুল মৌজার একটি বিশাল অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্মার্ট সিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সরকারের রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি একটি পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

০৬ বঙ্গবন্ধু থিম পার্ক

পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু থিম পার্ক শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৭ ইমারতের নকশা অনুমোদন:

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় ভবনের নকশা অনুমোদনের জন্য বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট ১৯৫২ (২) ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে উক্ত এ্যাক্টের ৩(১) এবং ধারা ৯ মতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অথরাইজ্ড অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কমিটি গঠিত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কমিটি গঠন করে।

বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কমিটি :

১। চেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	- সভাপতি
২। সদস্য (প্রকৌশল), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	- সদস্য।
৩। স্থপতি (স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য।
৪। উপনগর পরিকল্পনাবিদ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পৌরসভা	- সদস্য।
৬। অথরাইজ্ড অফিসার, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	- সদস্য সচিব।

প্রতি মাসে উক্ত কমিটির একটি করে সভা হয় এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে ইমারতের লে-আউট নকশা অনুমোদন করা হয়। ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ এবং বিধিমালা ১৯৯৬ অনুযায়ী সরেজমিনে যাচাই-বাছাই শেষে ইমারতের নকশা অনুমোদন দেয়া হয়। উচ্চ ভবনের ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণের পুর্বে সিভিল এভিয়েশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ পূর্বক কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত একজন পেশাদার প্রকৌশলী/স্থপতি কর্তৃক ভবনের কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন করতে হয়। মহাপরিকল্পনার আলোকে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র পাওয়ার পর ভবনের ডিজির ডিজাইন, সয়েল টেস্ট এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন করে কউক বরাবর জমা প্রদান করা হলো বলা হয়। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কমিটি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

- ইতোমধ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৭টি বিসি কমিটির মাধ্যমে ৪৯৯ টি ইমারতের নকশা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৯৫২ টি ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- ১৫০০ টি ইমারতের মালিককে ইমারত নির্মাণ আইন অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

০৮ অনুমোদনহীন স্থাপনা উচ্ছেদ ও পাহাড় কাটা রোধকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ:

কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অমান্য করে নির্মিত ও নির্মাণাধীন বিভিন্ন ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি জমি দখল করে বাড়ি ঘর নির্মাণ ও পাহাড় কাটা রোধকল্পে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ অধিদপ্তর, আনসার, বিজিবি ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

সুগন্ধা পয়েন্টে অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে কউকের অভিযান: এ সময় ৫২ টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়

সুগন্ধা পয়েন্টে অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে কউকের অভিযান

১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ বাহারছড়া ও কলাতলী এলাকায় কউকের অভিযান

০০ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখ গোলদিঘীর পাড়, বাহারছড়া ও কালুর দোকান এলাকায় অভিযান: ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

৩১ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখ বাহারছড়া, কালুর দোকান, তারাবনিয়ারছড়া, আলির জাহাল এলাকায় অভিযান

১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখ মোহাজেরপাড়া ও গোলদিঘীর পাড় এলাকায় অভিযান- ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

কালুর দোকান এলাকায় কউকের উচ্ছেদ অভিযান

পানবাজার সড়কে কউকের উচ্ছেদ অভিযান

লাইট হাউজ এলাকায় কউকের উচ্ছেদ অভিযান

কালুর দোকান এলাকায় কউকের উচ্ছেদ অভিযান

হাজীরপাড়া, পাওয়ার হাউজ এলাকায় কউকের উচ্ছেদ অভিযান

লাইট হাউজ এলাকায় কউকের উচ্ছেদ অভিযান

গণশুনানী

গণশুনানী

সহজ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। এজন্য কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার সেবাগ্রহীতাদের সাথে প্রতি মাসেই কউক চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। গ্রাহকদের সেবা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য এ ধরণের গনশুনানীর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও প্রায় প্রতিমাসেই নিবন্ধিত প্রকৌশলী, স্থপতি, নগর পরিকল্পনা-বিদসহ আওতাধীন এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের সাথে এ ধরণের গণশুনানীর আয়োজন করা হয়।

একটি বাসযোগ্য ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের জন্য সেবাগ্রহীতাদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। তাই ভূমি মালিকগণকে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করে ইমারত নির্মাণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সভায় সেবা প্রত্যাশীগণ তাদের নিজ নিজ সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন এবং সভাপতি উক্ত সমস্যাসমূহ নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া ভবন নির্মাণে ব্যত্যয় রোধকল্পে কউক চেয়ারম্যান মহোদয়, সদস্য (প্রকৌশল), অথরাইজড অফিসার এবং উপনগর পরিকল্পনাবিদ সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করেন। এ সময় ভবনের মালিক এবং সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী/স্থপতিকে ব্যত্যয়কৃত অংশ ভাঙ্গাসহ ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী ভবন তৈরী করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

দুর্নীতিমুক্ত এবং কাজের স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র এবং অনুমোদিত ইমারতের নকশা নিজ হাতে ইমারতের মালিকগণকে প্রদান করেন কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি।

২৫/১০/২০২০ তারিখ
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন
এলাকায় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও
ইমারতের নকশা অনুমোদন বিষয়ে
গণশুনানী

করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত
আলোচনা করেন
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান
লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ
এলডিএএসি, পিএসসি

১৫/০৫/২০২০ তারিখ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সেবাপ্রার্থীদের সাথে গণশুনানী

১০/০৮/২০২০ তারিখ
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের
সেবাপ্রার্থীদের সাথে গণশুনানী

পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নে মাস্টার প্ল্যান এবং ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মাস্টার প্ল্যান, পরিকল্পিত নগরায়ন ও ইমারত নির্মাণ বিষয়ে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা:

কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান, পরিকল্পিত নগরায়ন ও ইমারত নির্মাণ বিষয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে :-

১। কক্সবাজারের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় সভা।
২। কক্সবাজারের সকল ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে মতবিনিময় সভা।
৩। কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা।
৪। কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতিবিনিময় সভা।
৫। কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতিবিনিময় সভা।
৬। কলাতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে মতিবিনিময় সভা।
৭। কক্সবাজারের স্থপতি, প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবিদদের সাথে মতবিনিময় সভা।
৮। টেকনাফ উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও স্থানীয় সাংবাদিক ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা।
৯। বাম্বু কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতিবিনিময় সভা।
১০। প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিনের গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা।
১১। কুতুবদিয়ার গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা।
১২। চকরিয়ার গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা।
১৩। কক্সবাজার পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ড (বাহারছড়া) জনগণের সাথে মতবিনিময় সভা।
১৪। কক্সবাজার পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের জনগণের সাথে মতবিনিময় সভা।
১৫। কক্সবাজার পৌর প্রিপ্যারেটরী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা।
১৬। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা।
১৭। উখিয়া উপজেলার জনসাধারণের সাথে মতিবিনিময় সভা।
১৮। কক্সবাজার পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় সভা।
১৯। যুবশক্তুল ইউনিয়নের জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় সভা।
২০। ইদগাও ইউনিয়নের জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় সভা।
২১। ঝাউতলা গাড়ির মাঠ মতবিনিময় সভা
২২। সর্বশেষ কউক নিবন্ধিত প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের সাথে মতবিনিময় সভা।

পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের নিমিত্ত কক্সবাজার পৌরসভার
৭নং ওয়ার্ডের জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় সভা

পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের নিমিত্ত রামু উপজেলার জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় সভা

পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের নিমিত্ত কক্সবাজার পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় সভা

টেকনাফ উপজেলার জনসাধারনের সাথে মতবিনিময় সভা

রামু কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা

মাস্টার প্ল্যান ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা বিষয়ে কক্সবাজারের স্থপতি, প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবিদদের সাথে মতবিনিময় সভা

মাস্টার প্ল্যান ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা নিয়ে কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা

মাস্টার প্ল্যান ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা নিয়ে কলাতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা

মাস্টার প্ল্যান ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা নিয়ে কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা

১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পরিকল্পিত কক্সবাজার বিনির্মাণের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত প্রকৌশলী, স্থপতি ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় সভা

২৫ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যটন নগরী কক্সবাজারের মহাপরিকল্পনা ও উন্নয়ন ভাবনা শীর্ষক সেমিনার

কক্সবাজারকে আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে করণীয়

০১। ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপন। কক্সবাজার সমুদ্র ও পাহাড় বেষ্টিত শহর হিসেবে বড়ছড়া, হিমছড়ি এলাকায় বন বিভাগের জায়গায় বাস্তুনিয়া শেখ রাসেল ইকো-ট্যুরিজম পার্কের আদলে কক্সবাজারে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপন করা।

০২। সরকারি- বেসরকারি উদ্যোগে কক্সবাজার শহরে আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা সম্বলিত শিশুপার্ক স্থাপন করা।

০৩। কক্সবাজারে ঐতিহ্যবাহী বাঁকখালী নদীর শাসন, দখল ও দূষণমুক্তকরণ এবং নাব্যতা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি নদী তীরে ছায়াঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ বেস্টনী গড়ে তোলা।

০৪। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন।

০৫। কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ব্যবস্থা।

০৬। সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগে ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার আদলে আধুনিক প্রযুক্তিগত আন্তর্জাতিক মানের মেরিন বীচ ও সামুদ্রিক প্রাণী এ্যাকুরিয়াম স্থাপন এবং গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

০৭। হোটেল-মোটেল জোন এলাকায় সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগে সুইমিং পুল স্থাপন করা।

০৮। পর্যটকদের জন্য হোটেল-মোটেল রেন্তোরা, পিকনিক স্পট, রেন্ট-এ কার, অভিজ্ঞ পর্যটন গাইড ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা ইউনিট গঠন করা।

০৯। সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগে খেলাধুলার উন্নয়নে কক্সবাজার কলাতলী, হিমছড়ি ও নিকটবর্তী পাহাড়ী এলাকায় গল্‌ফ মাঠ, টেনিস মাঠ নির্মাণ করা।

১০। কক্সবাজার হতে মহেশখালী, সোনাদিয়া, কুতুবদিয়া ইত্যাদি এলাকায় ভ্রমণ ও যাতায়াতের সুবিধার্থে কক্সবাজার, ৬নং ঘাট অথবা সুবিধাজনক স্থানে জেটিঘাট নির্মাণ করা।

১১। পর্যটন ও জনসাধারণের সময় সচেতনতার জন্য কক্সবাজার শহরে অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান স্থানে বিশাল আকৃতির ঘড়ি স্থাপন।

১২। পর্যটন খাতকে আরো গতিশীল করার জন্য কক্সবাজারের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামুদ্রিক দর্শনীয় স্থান, পিকনিক স্পট, বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, সময় ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক বিভিন্ন হোটেলে ব্যানার, ফেস্টুন টাঙ্গানো বাধ্যতামূলক করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩। ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সুবিধার্থে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শহরের কলাতলী সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর রেস্ট হাউস হতে ইনানী বেজুখাল ব্রিজ পর্যন্ত সমুদ্র তীর ঘেষে ইলেকট্রিক ক্যাবলকার স্থাপন করা।

১৪। পর্যটকদের নিরাপত্তার সুবিধার্থে সমুদ্র সৈকতে স্থায়ীভাবে সী-লেটিং ব্যবস্থা চালু করা। যার ফলে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সমুদ্র বিনোদনের সময় যেকোন দুর্ঘটনায় চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া রোধ করবে এবং দ্রুত উদ্ধার সহজতর হবে।

১৫। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা।

১৬। শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও রাস্তার উভয় পার্শ্বে শোভাবর্ধনমূলক সবুজ বেস্টনী স্থাপন করা।

১৭। যেহেতু কক্সবাজার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত সেহেতু আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত লাইফ গার্ড ইউনিট গঠন করা।

১৮। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এর পর্যটক আকর্ষণমূলক প্রচারণা। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে কক্সবাজারের উন্নয়নমুখী ও পর্যটন বান্ধব সুবিধা সম্বলিত তথ্যাবলী প্রচার করা।

১৯। কক্সবাজার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের যাত্রীসেবার মান বাড়ানো এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। প্রয়োজনে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিশেষ পর্যটক গাইডের মাধ্যমে নিরাপদ যাতায়াত, ভ্রমণ ও বিনোদন নিশ্চিত করা।

২০। বিদেশী পর্যটকদের বিনোদনের জন্য আলাদা Foreign Surfing Zone এর উন্নয়নে স্থায়ী Surf Training সেন্টার স্থাপন করা।

২১। পর্যটন শহরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বৈদ্যুতিক প্ল্যান্ট স্থাপন করা।

২২। সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কক্সবাজার শহর থেকে সরাসরি সেন্টমার্টিন যাতায়াতের জন্য নৌ-যানের ব্যবস্থা করা।

২৩। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত চট্টগ্রাম- আনোয়ারা- বাঁশখালী- টইটং- পেকুয়া- মগনামা- চৌফলদণ্ডী-খুরুশকুল হয়ে কক্সবাজার শহরের বদরমোকাম পর্যন্ত উপকূলীয় আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

২৪। পর্যটক ও নগরবাসীদের বিনোদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে Recreation Club স্থাপন করা।

২৫। সর্বোপরি মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী আধুনিক নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৬। Sewage Treatment Plant স্থাপন করা।

আমার স্বপ্ন এবং আবেগের মিলনভূমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই কক্সবাজার। যেখানে সবুজ বনানী ঘেরা পাহাড় হাতছানি দেয় উত্তাল সমুদ্রকে। আর নীল সে সমুদ্র মিশে যায় দিগন্ত রেখার বিস্তীর্ণ আকাশে। ১২০ কিলোমিটার বিস্তৃত দীর্ঘ এই সমুদ্র সৈকতের উজাড় করা নান্দনিক সৌন্দর্যের কাছে অনায়াসে হার মেনে যায় যে কারো বিষণ্নতা। যে কারণে সারা বছর জুড়ে বিপুল সংখ্যক দেশি-বিদেশী পর্যটকের পদচারনায় মুখরিত হয় এই রূপালি বালুর সৈকত।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সময় পরিক্রমায় এই অপরূপ পর্যটন নগরীর জনপ্রিয়তা দেশি-বিদেশী ক্রমবর্ধমান হলেও বিভিন্ন কারণে এখানে পর্যটন শিল্পের একটি টেকসই সমন্বিত ও সুদুরপ্রসারী বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি। অপরিকল্পিত নগরায়ন, অপ্রতুল যোগাযোগ কাঠামো, প্রয়োজনীয় পর্যটন পরিসেবার ঘাটতি এবং অনিয়ন্ত্রিত শিল্প বাণিজ্যের প্রসার এ পর্যটন নগরীর ঈপ্সিত সম্ভাবনাময়ী অর্জনে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে উন্নত বাংলাদেশের সফল কারিগর বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারকে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন।

তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কক্সবাজারকে একটি আধুনিক, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের ৭নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং ২০১৬ সালের ১৭ আগস্ট আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, আন্তরিক সহযোগিতায় আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি আমি তাদের সকলকে আন্তরিক অভিবাদন এবং ধন্যবাদ জানাই। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের প্রতি। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ধন্যবাদ জানাই; যারা সকল কাজে আমাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা দিয়ে চলেছেন।

আমি স্বপ্ন দেখি এবং অপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের স্বপ্নের কক্সবাজারকে একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন নগরীর সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পর্যটন নগরী হিসেবে সাজিয়ে তোলার। সিঙ্গাপুরের সেন্টোছা আইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার লিগোল্যান্ড এমিউজম্যান্ট পার্ক, গ্রিসের নাভাগিও বীচ, স্পেনের ক্যালো ধেস মোরু বীচ, পর্তুগালের প্রায়া মারিনা বীচ এর মতো আধুনিক ও পরিকল্পিত বিশ্বমানের পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের। যেখানে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণ সহজ হবে। ফলে সরকারের রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

কক্সবাজারের আশেপাশে ঘিরে রয়েছে অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ছেড়া দ্বীপ, শাহপরীর দ্বীপ, মহেশখালী দ্বীপ, কুতুবদিয়া দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপসহ অনেক অজানা দ্বীপ। যেখানে বর্তমানে নেই কোন সুষ্ঠু অবকাঠামো, যানবাহন ও সহজলভ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তামূলক আবাসন ব্যবস্থাসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। তাই অপার সম্ভাবনাময় এ সম্পদকে ব্যবহার করে সারা বিশ্বের কাছে কক্সবাজারর তথা বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য আমরা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে যাচ্ছি। উক্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে হিমছড়ি, কাউয়ারদিয়া, বগাদিয়া এবং কুতুবদিয়া দ্বীপে ইকো-ফ্রেন্ডলি ট্যুরিজমভিত্তিক উন্নয়ন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠার শুরুতেই একটি টেকসই পরিকল্পিত পর্যটন নগরী গড়ার অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ ২৪০ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ইতোমধ্যে ১৩ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কক্সবাজারের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়ন, সৌন্দর্য বর্ধন এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার স্বল্প সময়ের মধ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১০ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ ৯০% সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি; যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৬ মে, ২০১৭ তারিখ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর সংস্কারসহ পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী, ময়লা-আবর্জনার স্তূপ ও দখলদারিত্বে ভরা এই ৩টি পুকুরকে সাজানো হয়েছে নান্দনিকভাবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমদ, এমপি গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ প্রকল্পটি শুভ উদ্বোধন করেন। কক্সবাজার শহরের ৪টি গুরুত্বপুর্ণ স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে ৪টি ভাস্কর্য এবং বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে 'উন্নয়নে অবিচল' নামে ০১টি টেরাকোটা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনাক্রমে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেরিন ড্রাইভ সড়কের পাটুয়ারটেক হতে টেকনাফ পর্যন্ত সড়কে রোপন করা হয়েছে সোনালু, কৃষ্ণচূড়া, জারুল, জলপাই, কদম এবং কাঠ বাদাম গাছের ১০ হাজার চারা গাছ; যা পর্যায়ক্রমে ০১ লক্ষ গাছের চারা রোপন করা হবে। দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের লাল কাঁকড়া, কচ্ছপ, ডলফিন, সাগর লতাসহ জীব বৈচিত্র্য রক্ষার নিমিত্ত ০৫টি পয়েন্টে ঘেরা-বেড়া প্রদানের মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ এবং আগত পর্যটকদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেরিন ড্রাইভ সড়কের দরিয়ানগর হতে হিমছড়ি এবং কক্সবাজার শহরে এলইডি লাইট স্থাপনের মাধ্যমে সড়ক আলোকায়ন করা হয়েছে। সড়ক অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্যও গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। তন্মধ্যে হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রকল্পটি ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সদয় অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। আগামী ২০২২ সালে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।

এছাড়া কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্ব-অর্থায়নে শুরু করা হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প। গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির কাজ চলমান আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন কক্সবাজারকে আধুনিক ও বিশ্বমানের পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। তারই অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী কউকের আওতাধীন এলাকার ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান, ইমারতের নকশা অনুমোদনসহ পরিকল্পিত নগরায়ন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত উক্ত মাস্টার প্ল্যানকে আরো বেশি কার্যকরী করার লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র ৬৯০.৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকার ডিটেইল এরিয়া প্ল্যানসহ ''কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পৌরসভা, ইউনিয়ন, স্কুল-কলেজ, হোটেল-মোটেল এবং বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে মাস্টার প্ল্যান ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে আসছে।

কক্সবাজার শহর এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন এবং কক্সবাজার শহরে সময়ে সময়ে কউক কর্তৃক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা হয়। পরবর্তীতে শহরের বিভিন্ন জনসমাগমপূর্ণ জায়গা, সী-বীচ এবং সেন্টমার্টিনে পেন্ডুইন ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং সরকারি/বেসরকারী দপ্তরে পেন্ডুইন ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়েছে।

আনন্দের বিষয় যে, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠার স্বল্প সময়ের মধ্যেই 'উন্নয়ন অভি-যাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ' স্লোগানে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ এ স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ স্টল- প্রথম রানারআপ এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী:স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ' স্লোগানে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় সার্বিক বিবেচনায় ৪র্থ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। যা কউকের ধারাবাহিক সফলতার অন্যতম উদাহরণ।

সকলের প্রত্যাশা অনেক। বিশেষ করে কক্সবাজারবাসীর প্রত্যাশা, চাওয়া অনেক; কিন্তু চাওয়া এবং পাওয়ার পিছনে অনেক শ্রম, মেধা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয়। তাছাড়া বাঁধাও অনেক। পুরো রাস্তা, আকাবাকা, ডঙ্গুর। আমি স্বপ্ন দেখি ইনশাআল্লাহ একদিন ভালো হবে সবকিছু। তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য, সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের।
লে: কর্নেল মো: খিজির খান পি ইঞ্জ এর 'লেখা পর্যটন সম্ভাবনাময়ী কক্সবাজার', জনাব আবু জাফর রাশেদ এর লেখা 'দীর্ঘদিন সফলভাবে চাকরি করার সাত উপায়' এবং জনাব তানভীর হাসান রেজাউল এর লেখা 'অনলাইন ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি' এর মধ্যে আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।
কোন অবস্থায় আমরা কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পরিবার গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের অবদানের কথা ভুলতে পারব না। তাই এ প্রতিষ্ঠান এ অবস্থায় আসার জন্য যারা আমাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা দিয়ে চলেছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কে আধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাকে যে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও নির্দেশনা দিয়েছেন তার জন্য আমি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কক্সবাজারবাসীর পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা, ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে বিশ্বের কাছে মানসম্মত দুর্নীতিমুক্ত একটি সহজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন আধুনিক পর্যটন নগরী গড়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

লে: কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পর্যটন সম্ভাবনাময়ী কক্সবাজার

লে. কর্নেল মোঃ খিজির খান, পি, ইঞ্জ

প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি; নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি,বিশ্বের দীর্ঘতম অখন্ডিত এই সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়। পর্যটনের এক অপার সম্ভাবনাময় জেলা কক্সবাজার। এ জেলার অর্ধেক জুড়ে রয়েছে পাহাড়-পর্বত এবং অর্ধেকটাতে সমুদ্র উপকূলীয় দ্বীপগুলো। জেলার প্রধান দ্বীপগুলো হলো, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, শাহপরীর দ্বীপ, মাতারবাড়ি, সোনাদিয়া এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ। এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে বাঁকখালী, মাতামহুরী ও রেজুখাল। মায়ানমার সীমান্তে প্রবাহিত হচ্ছে নাফনদী, তাছাড়া কুতুবদিয়া ও মহেশখালী দ্বীপদ্বয়কে কক্সবাজার জেলার মূল ভূখন্ড থেকে পৃথক করেছে কুতুবদিয়া চ্যানেল ও মহেশখালী চ্যানেল। আবার মহেশখালী উপজেলা থেকে মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়ন দ্বয়কে পৃথক করেছে কোহেলিয়া নদী। পাহাড়, বনজসম্পদ, সামুদ্রিক মৎস্য, শুটকি মাছ, ঝিনুক, শামুক ও সিলিকা সমৃদ্ধ বালুময় সমুদ্র সৈকতের জন্য কক্সবাজারের অবস্থান ভ্রমণ বিলাসী পর্যটকদের কাছে সবার উপরে। কক্সবাজার শহর পর্যটন মৌসুমে নিত্য নব সাজে সজ্জিত বার্মিজ মার্কেট, অত্যাধুনিক হোটেল, সৈকত সংলগ্ন শামুক, ঝিনুক নানা প্রজাতির প্রবাল সমৃদ্ধ বিপণি বিতান পর্যটকদের বিচরণে প্রাণচঞ্চল থাকে। দর্শনার্থীদের কাছে প্রিয় পছন্দের জায়গাটি কক্সবাজার। ২০০০ সালে ২য় বারের মত বিশ্বের প্রাকৃতিক নতুন সপ্তাশ্চার্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতটি কয়েকবার শীর্ষ স্থানে ছিল। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থীর মিলনমেলা বসে এই দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের বুকে। ব্যতিক্রম এক সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরত, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত সব ঋতুতেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ লেখা যায় দৃষ্টিনন্দন এ সমুদ্র সৈকতটির।

গোধূলিবেলা সৈকতের আবহাওয়া আর রাতের আবহাওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। আর এ জন্যই দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে স্থানটি এত আকর্ষণীয়। পর্যটকদের জন্য হোটেল-মোটেল রেস্তোরা, পিকনিক স্পট, রেন্ট-এ কার, অভিজ্ঞ পর্যটন গাইড ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। পর্যটন ও জনসাধারণে সময় সচেতনতার জন্য কক্সবাজার শহরে অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান বিশাল আকৃতির ঘড়ি স্থাপন করা যায়।
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করার জন্য কক্সবাজার ও উহার সন্নিহিত এলাকা সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠাকল্পে উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ০৭ নং আইনের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সর্ব সম্মতিক্রমে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজারকে আধুনিক রূপে সাজিয়ে তোলার জন্য মধ্য-মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সভা-সেমিনার, সচেতনতামূলক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, গণশুনানী, মাস্টার প্ল্যান ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভা ইত্যাদির মাধ্যমে কক্সবাজারের প্রতিটি প্রান্তে পরিকল্পিত নগরায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। নব গঠিত কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সুদক্ষ প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান লে. কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমেদ, এলডিএমসি, পিএসসি- এর নেতৃত্বে স্বল্প সংখ্যক জনবল নিয়ে বেশ কয়েকটি সময় উপযোগী প্রকল্প গ্রহন করেছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত প্রকল্পসমূহ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

কক্সবাজারস্থ সমুদ্র তীরবর্তী দ্বীপসমূহ নিয়ে কিছু কথাঃ
বিস্তীর্ণ সবুজ পাহাড় এবং সুনীল সাগরের তরঙ্গরাশির নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার দ্বার উন্মুক্ত করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত মেরিন ড্রাইভ সড়ক। মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি নন্দন সেলফি জোন, ইকোট্যুরিজম পার্ক এবং ভাস্কর্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মেরিন ড্রাইভ সড়কের আলোকায়ন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা এবং আন্তঃউপজেলা রাত্রীকালীন নিরাপদ চলাচলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া কক্সবাজার সদর উপজেলাধীন খুরুশকুল ইউনিয়নে ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ন প্রকল্প। পর্যটন রাজধানী কক্সবাজার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা ওয়াচ টাওয়ারসহ নানা ধরণের পর্যটন সুবিধাদি সমন্বয়ে পর্যটন জোন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত একটি মায়াবী ও রূপময় সমুদ্র সৈকত। পাহাড়, নদী, সমুদ্র ও অরণ্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে কক্সবাজারের প্রধান দ্বীপসমূহকে আকর্ষণীয় ও পর্যটক বান্ধব হিসাবে গড়ে তুলা যায়। কক্সবাজারের দ্বীপসমূহের আন্তঃসংযোগ স্থাপন করে ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। পর্যটন কেন্দ্রীক ইকো-ফ্রেন্ডলি দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে কক্সবাজারস্থ প্রধান দ্বীপ কুতুবদিয়া, সেন্টমার্টিন, সোনাদিয়া, মহেশখালী, শাহপরীর দ্বীপ, মাতারবাড়ী এবং ছেড়াদ্বীপ এক একটি পর্যটন হাব হিসাবে গড়ে উঠবে।

পর্যটকদের বিনোদনের জন্য কক্সবাজার শহর ছাড়াও এসব দ্বীপে ইকো-ফ্রেন্ডলি স্টেইজ নির্মাণের মাধ্যমে সন্ধ্যায় উন্মুক্তভাবে কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহী রাখাইন সম্প্রদায়, উপজাতি, কক্সবাজারের স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠিদের দ্বারা ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি কালচার সম্বলিত গান ও নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করা এবং সী-বীচে মনোরম রংধনু রংয়ের মত লাইটিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যাহা কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং এ সহায়তা করবে। অত্যাধুনিক পর্যটন বিকাশে সহায়ক সকল সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ একটি এক্সক্লুসিভ বীচ করা যেতে পারে; যেখানে বিদেশী পর্যটকদের বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণ হবে। এ যুগের ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এর পর্যটন বান্ধব প্রচারণা করা যেতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে কক্সবাজারের উন্নয়নমূখী ও পর্যটন বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত তথ্যাবলী প্রচার করা যেতে পারে।

কুতুবদীয়া দ্বীপঃ

নির্জন সমুদ্র সৈকত, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, লবণ চাষ, বাতিঘর, মালেক শাহ এর দরবার, কুতুব আউলিয়ার মাজারসহ প্রায় ২৯৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের কুতুবদিয়া দ্বীপের রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। আনুমানিক ৪৫ একর জায়গার উপর গড়ে উঠতে পারে একটি অত্যাধুনিক এমিউজমেন্ট ও ওয়াটার পার্ক। এই এমিউজমেন্ট ও ওয়াটার পার্ক সারা দেশের ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের তৃষ্ণা মেটাবে। এই পার্কে ছোট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল বয়সী মানুষ বিনোদনে মেতে উঠবে। যাকে কেন্দ্র করে ওয়াটার রিলেটেড ট্যুরিজম এক্টিভিটি সহ ইকো ট্যুরিজম, ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম, কালচারাল/হেরিটেইজ ট্যুরিজম, এডভেঞ্চার ট্যুরিজম তথা ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রী ডেভেলপ করবে। ফলে সমৃদ্ধ হবে আমাদের পর্যটন শিল্প। তাই পর্যটকদের কাছে দ্বীপটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্যুরিজম কমপ্লেক্স করা যেতে পারে।

দ্বীপ ভিত্তিক ট্যুরিজম কেন্দ্র স্থাপন হলে লাক্সারী হোটেল, মিড রেঞ্জ হোটেল ডেভেলপ করবে যা সকল শ্রেণীর ভবন পিপাসু মানুষের এমিউজমেন্ট চাহিদা যোগান দেবে। কুতুবদিয়া দ্বীপকে কেন্দ্র করে ইকো ট্যুরিজম ভিত্তিক মাষ্টার প্ল্যান করা যেতে পারে। যেখানে একটি প্রজাপতি প্রজনন কেন্দ্র, পর্যটকদের সুবিধার্থে মানসম্মত রেস্টুরেন্ট এবং থাকার জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত রিসোর্ট, পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে একটি আধুনিক জেটি নির্মাণ সহ বর্তমানে স্থিত জরাজীর্ণ শুটকি পল্লীকে আধুনিকায়ন করে পর্যটকবান্ধব করা যেতে পারে। কুতুবদিয়া দ্বীপকে নিয়ে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একটি মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে যেখানে একটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ইকো ট্যুরিজম কমপ্লেক্স স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যা চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার দুই জেলায় পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে বলে আমি মনে করি।

কুতুবদীয়া দ্বীপে পর্যটকদের বিনোদনের জন্য সিঙ্গাপুরের সেন্টোছা আইল্যান্ড এর আদলে লাইট এন্ড সাউন্ড এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা যায়। রেজুখাল হয়ে কক্সবাজার বা ৬নং ঘাট হয়ে মহেশখালী এবং মহেশখালী হয়ে কুতুবদিয়া বা রেজুখাল হয়ে সরাসরি কুতুবদিয়া দ্বীপে সী-ট্রাকের মাধ্যমে সমুদ্র ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করা যায়। এ জন্য রেজুখাল এলাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের জেটি নির্মাণ করা যেতে পারে। তাছাড়া যেখানে সেন্টমার্টিন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে যাওয়াসহ পর্যটকদের বিনোদনের জন্য সী-ট্রাকের মাধ্যমে সমুদ্র ভ্রমণ করার ব্যবস্থা থাকবে। কক্সবাজার হতে মহেশখালী, সোনাদিয়া, কুতুবদিয়া ইত্যাদি এলাকায় ভ্রমণ ও যাতায়াতের সুবিধার্থে কক্সবাঘাট, ৬নং ঘাট অথবা সুবিধাজনক স্থানে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত জেটিঘাট নির্মাণ করা যায়। এতে করে আমাদের পর্যটন শিল্পের বহুমাত্রিক বিকাশ ঘটবে।

কুতুবদীয়া দ্বীপের দৃশ্য

সোনাদিয়া দ্বীপঃ

সোনাদিয়া দ্বীপ কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার একটি নয়নাভিরাম দ্বীপ। এই দ্বীপটির আয়তন প্রায় ৯ বর্গ কি.মি। একটি খাল দ্বারা এটি মহেশখালী দ্বীপ থেকে পৃথক হয়েছে। তিনদিকে সমুদ্র সৈকত, সাগর লতায় ঢাকা বালিয়াড়ি, কেয়া-নিশিন্দার ঝোপ, ছোট-বড় খাল বিশিষ্ট প্যারাবন এবং বিচিত্র প্রজাতির জলাচর পাখি দ্বীপটিকে করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। মাছ ধরা এবং মাছ শুকনো, চিংড়ি ও মাছের পোনা আহরন দ্বীপের মানুষের প্রধান পেশা। সোনাদিয়া দ্বীপ একটি পর্যটন সম্ভাবনাময় দ্বীপ; যেখানে গড়ে উঠতে পারে এমিউজমেন্ট পার্ক। বাংলাদেশ ইকো-ট্যুরিজম, ইয়ুথ ট্যুরিজম, বীচ ট্যুরিজম, কমিউনিটি ট্যুরিজম, রিলিজিয়াস ট্যুরিজম ইত্যাদি বহুমুখী পর্যটনশিল্প বিকাশের সুযোগ রয়েছে এ দ্বীপে। পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে পারলে পর্যটন মৌসুমে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ পর্যটকের পদচারণায় মুখরিত হবে এ দ্বীপ।

কক্সবাজার থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরত্বে মহেশখালীর ৯ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত সোনাদিয়া দ্বীপকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করেছে সরকার। সেখানকার ১৩ হাজার একর এলাকায় ইকো-ট্যুরিজম গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। দ্বীপের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষা করেই সোনাদিয়ায় ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলা হবে । সোনাদিয়ায় এখন যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে শুটকি তৈরি করা হয়, সেটি আরো আধুনিক ও পরিবেশসম্মতভাবে করতে আলাদা একটি অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। আরো জানা যায় যে, বেজা কক্সবাজার নাফ ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, টেকনাফ পর্যটন এলাকার মতো সোনাদিয়া দ্বীপকেও একটি আদর্শ পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চান । সেখানকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে এরই মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি প্রকল্প তৈরির কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে দ্বীপের ৯ হাজার ৪৬৭ একর জমি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে (বেজা) বরাদ্দ দিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। সোনাদিয়া দ্বীপে পর্যটকদের জন্য পর্যটনকেন্দ্র,

সোনাদীয়া দ্বীপের নয়নাভিরাম দৃশ্য

আবাসিক এলাকা, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা করে সরকারের কাছ থেকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সেখানে পর্যটন শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে বেজা'র। সোনাদিয়া দ্বীপ ঘিরে বিশাল একটি সমুদ্র সৈকত থাকায় কক্সবাজারের পাশাপাশি সেটিও পর্যটকদের আকর্ষণে পরিণত হবে। সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে একটি সমীক্ষা চলছে। সোনাদিয়ার কাছে মাতারবাড়ীতে একটি বন্দর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

সেন্টমার্টিন দ্বীপঃ

বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত প্রবাল সমৃদ্ধ সামুদ্রিক দ্বীপ সেন্টমার্টিন, যার আয়তন ৩.৯ বর্গমাইল। প্রায় ৭০০০ মানুষের বসবাস এই দ্বীপে। প্রবালকেন্দ্রিক সেন্টমার্টিন দ্বীপ জীববৈচিত্র্য, মৎস্যজীবী, মানববসতি এবং পর্যটনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিগত দু'দশক হতে হাজার হাজার পর্যটকদের কাছে সেন্টমার্টিন অত্যন্ত আকর্ষনীয়ও দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে এ দ্বীপ। আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ইকো-ফ্রেন্ডলি রিসোর্ট, পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সেন্টমার্টিন দ্বীপে একটি আধুনিক জেটি নির্মাণ করা যেতে পারে। পুরো দ্বীপটি একটি প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার অধীনে আনলে দ্বীপে জীববৈচিত্র্য থেকে শুরু করে পর্যটন কেন্দ্রিক ইকো-ফ্রেন্ডলি অবকাঠামো নির্মাণসহ দ্বীপের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ত্বরান্বিত হবে। সেন্টমার্টিনের পর্যটন সেবা একটি ম্যানেজমেন্টের অধীনে থাকলে যেখানে পর্যটকদের আসা-যাওয়া, অবস্থান, নিরাপত্তাসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের বিরল জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ সুরক্ষা ও পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী গঠিত বোর্ডকে শক্তিশালী করতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে নবগঠিত কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যকর করতে হবে। কউক কর্তৃক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয় জনগনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে দ্বীপের জীববৈচিত্র রক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া বন ও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত চলমান সুপারিশমালা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, পর্যটন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, কউকসহ এ অঞ্চলের সকল স্টেকহোল্ডারের সম্বলিত কার্যক্রম গ্রহণ করলে বিশ্বের এই অনন্য দ্বীপটিকে সুরক্ষায় আনতে সহায়ক হবে।

সেন্টমার্টিন দ্বীপের দৃশ্য

ছেড়াদ্বীপে পর্যটক এবং সর্বসাধারণের যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যেতে পারে। শুধু জীববৈচিত্রের উপর গবেষণার প্রয়োজনে সরকারের অনুমতি গ্রহণপূর্বক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে (০৫ জনের বেশি নয় এমন টিম) দ্বীপের এ অংশে প্রবেশ করা যেতে পারে। দ্বীপটির দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণে এখনই কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সেন্টমার্টিন দ্বীপসহ সমুদ্র সৈকতে ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকরী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নতিকল্পে কমিউনিটি পুলিশিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে বীচ এলাকায় এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সিসিটিভি স্থাপন করা এবং আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জীববৈচিত্রের পুনরুদ্ধারে এবং পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্বীপটিতে ট্যুরিস্ট ফি আরোপ করে গাইডেড ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে দ্বীপে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ট্যুরিস্ট ফি প্রদান করে দ্বীপটি পরিভ্রমণ করলে পর্যটকগণ এ দ্বীপের প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ে আরো যত্নবান হবেন এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। দ্বীপে পর্যটকদের রাত্রি যাপন করতে হলে দ্বিগুন ট্যুরিস্ট ফি আরোপ করা যেতে পারে। দ্বীপটির চারদিকে সমুদ্রের পানিতে প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাবে প্রবাল এবং অন্যান্য জীববৈচিত্র হুমকীর সম্মুখীন। জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সকল ধরনের প্লাস্টিক বা প্যাকেজিং বর্জ্য সমুদ্র বা নাফ নদীতে (সেন্টমার্টিন দ্বীপে যাওয়া আসার পথে) ফেলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। দ্বীপে বসবাসরত মানুষের বাড়ি এবং অন্যান্য উৎস হতে সৃষ্ট সকল কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য পরিবেশসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনি প্রয়োজন। টেকনাফে বাস্তবায়নাধীন সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক, যা সিঙ্গাপুরের সেন্টোছা আইল্যান্ডের আদলে একটি এমিউজমেন্ট পার্ক রূপান্তর করা যেতে পারে। সেন্টমার্টিন যাওয়ার জন্য টেকনাফে বর্তমানে স্থিত জেটিটির পরিবর্তে একটি আধুনিক ও স্থায়ী জেটি নির্মাণ করা যেতে পারে। টেকনাফ বীচের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত রিসোর্ট সহকারে একটি পর্যটন পার্ক নির্মাণ করা যেতে পারে।

পাহাড়ী দ্বীপঃ মহেশখালী

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা মহেশখালী । এটিই বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি ডিজিটাল দ্বীপ। আদিনাথ মন্দিরের (আদিনাথের শিবের) ১০৮ নামের মধ্যে "মহেশ" অন্যতম। আবার বৌদ্ধ সেন মহেশ্বর দ্বারাই এটির নামকরণ হয়েছিল বলেও অনেকের ধারণা। মহেশখালী উপজেলাকে পান, মাছ, শুটকি, চিংড়ি এবং লবণ উৎপাদন আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। বর্তমান সরকার মহেশখালী দ্বীপকে ঘিরে উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপনের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহন করেছে। দ্বীপের দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে জেগে ওঠা চরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চারটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কয়লাভিত্তিক একাধিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং গ্যাস ও জ্বালানি তেলের ডিপো ও পাইপলাইন স্থাপনের পরিকল্পনা। দ্বীপের ঘটিভাঙ্গা, সোনাদিয়া, কুতুবজোম ও ধলঘাটায় জেগে ওঠা জমিতে স্থাপন করা হচ্ছে এ অর্থনৈতিক অঞ্চল। জাইকার অর্থায়নে মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। এটিই দেশের এযন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প। মহেশখালীতে স্থাপন করা হয়েছে আমদানিকৃত গ্যাস ও তেলের ডিপো এবং পাইপলাইন।

মহেশখালী থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রামের আনোয়ারা পর্যন্ত এসব পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এখনই উপযুক্ত সময় পাহাড়ী দ্বীপ মহেশখালীকে সকল নাগরিক সুবিধা সমৃদ্ধ করে অর্থনৈতিক দিকের পাশাপাশি পর্যটনমাতকে বিকাশ করা। ওয়াটার বিলেটেড ট্যুরিজম কালচারাল/হেরিটেইজ ট্যুরিজম, এডভেঞ্চার ট্যুরিজম ডেভেলাপ করতে পারলে সমৃদ্ধ হবে আমাদের পর্যটন শিল্প। তাই পর্যটকদের কাছে দ্বীপটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মহেশখালী দ্বীপে একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্যুরিজম কমপ্লেক্স স্থাপন করা যেতে পারে। দ্বীপ ভিত্তিক ট্যুরিজম কেন্দ্র স্থাপন হলে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের এমিউজমেন্ট চাহিদা যোগান দেবে।

একটি যুগোপযুগি মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে মহেশখালীতে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প যেমন : এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক ১২০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, সিপিজিসিবিএল মিংসুই ৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণ (প্রস্তাবিত), সিপিজিসিবিএল-সুমিতমো ১০২০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর ৭০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ী দ্বীপে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (প্রস্তাবিত) নির্মাণ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১০৫৬০ মেগাওয়াট এলএনজি ও কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ, ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন নির্মাণ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মহেশখালীকে ডিজিটাল আইল্যান্ড ঘোষণা করা হয়েছে। তাই কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মহেশখালীকে নিয়ে সমন্বিতভাবে একটি মাস্টারপ্যান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মহেশখালীতে একটি আধুনিক আইটি পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে। মহেশখালী আদিনাথ মন্দিরসহ দর্শনীয় স্থানসমূহ উপভোগের জন্য প্রতিদিন অনেক পর্যটন মহেশখালী যায় তাই আদিনাথ মন্দির সংলগ্ন মানসম্মত রেস্টুরেন্ট এবং থাকার জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত রিসোর্ট নির্মাণ করা যেতে পারে। মহেশখালীতে বর্তমানে স্থিত জেটিটি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা এবং পর্যটক ও নগরবাসীদের বিনোদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে রিক্রেয়েশন ক্লাব স্থাপন করা যেতে পারে। পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে একটি আধুনিক ও সমন্বিত পর্যটন পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

শেষকথাঃ

সমুদ্র খাত বিকাশের জন্যও কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। এক্ষেত্রে আগামী এক থেকে দেড় দশকব্যাপী কক্সবাজারের জন্য যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে সে সব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়নের সময় কউক এর সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডেলটা প্ল্যান-২১০০ এর সাথে সমন্বয় করে কক্সবাজার জেলার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা যদি মধ্যম আয়ের দেশ, আর ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে চাই, তাহলে এসডিজির লক্ষ্য মাত্রা মাথায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন এর অভিলক্ষকে বুকে ধারণ করে আধুনিক কক্সবাজার জেলার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাছাড়া সুনীল সম্ভাবনাময় ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করা এখনই সর্বোচ্চ সময়।

তথ্য ও ছবি- সংগৃহীত

লে. কর্নেল মোঃ খিজির খান, পি, ইঞ্জ
সদস্য (প্রকৌশল)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
কক্সবাজার ।

দীর্ঘদিন সফলভাবে চাকরি করার ৭ উপায়

আবু জাফর রাশেদ

সফলতার সঙ্গে দীর্ঘদিন চাকরি করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয়। দেখা যায়, দীর্ঘদিন চাকরির সঙ্গে যুক্ত থাকা বেশির ভাগ মানুষ হতাশা প্রকাশ করেন, বিষণ্নতায় ভোগেন। এর বিভিন্ন কারণ আছে। অন্তত মনোবিদদের সে রকমই ধারণা। চাকরি দীর্ঘদিন করতে হবে, এটিই স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্যদিকে দীর্ঘদিন একই কাজ করতে করতে একঘেয়েমি আর ক্লান্তি ঘিরে ধরতে পারে, সেটাও স্বাভাবিক ব্যাপার। এই স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোকে নিয়েই চলতে হবে চাকরিজীবনে। ধাপে ধাপে উন্নতিও করতে হবে। দীর্ঘদিন ভালোভাবে চাকরি করতে হলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে পারেন। এই নিয়মগুলো সবার জন্য সমানভাবে কাজ করবে সে রকম ভাবার কোনো কারণ নেই। ব্যক্তিবিশেষে নিয়মের ব্যতিক্রমও হতে পারে। দীর্ঘদিন সফলভাবে চাকরি করার জন্য যা যা করতে পারেন:

ইতিবাচক থাকুন

চাকরি বেশির ভাগ সময় মনের মতো হয় না। সে জন্য বেশির ভাগ চাকরিজীবীর একধরনের মানসিক অস্বস্তি থাকে। এ ছাড়া প্রতিদিনের রুটিন ওয়ার্কও একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। একঘেয়ে কাজ দীর্ঘদিন করতে কারোই ভালো লাগার কথা নয়। এসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকতে ইতিবাচক থাকতে হবে। সবকিছুতে ইতিবাচক থাকুন। যে কাজটি করছেন সেখান থেকে আনন্দ খুঁজে নিতে শিখুন। কাজের ধরন অনুসারে কীভাবে কাজ করে আপনি আনন্দ পাচ্ছেন, সেটা খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের একটা প্রকল্প নিতে পারেন নিজে নিজে। যে পদ্ধতিটিতে নিজের আরাম খুঁজে পাবেন, সেটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। নির্দিষ্ট সময় পরপর নতুন পদ্ধতি খুঁজে নিন।

প্রতিদিন শিখুন

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একটি বিষয় স্পষ্ট যে চাকরিজীবীরা নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করেন না, সেটা প্রযুক্তিগত কিছু হোক বা কাজ করার নতুন ধিওরি হোক। এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসুন। নিজের কাজকে সহজ করার জন্য প্রতিদিন

কিছু একটা শেখার চেষ্টা করুন। এ জন্য আপনি কাজের ফাঁকে নিজের কাজ বিষয়ে কিছু পড়ার চেষ্টা করুন। গুগলে খুঁজলেই পড়ার জন্য আপনি কিছু না কিছু পেয়ে যাবেন। সেগুলো পড়তে থাকুন। টেকনিক্যাল জ্ঞান বাড়াবার জন্য বর্তমানের প্রযুক্তি বিষয়ে খোঁজখবর রাখুন। খুঁজে দেখুন আপনার কাজের ধরন অনুসারে কোন প্রযুক্তি আপনাকে সহায়তা করতে পারে। সেগুলো শিখে নিন দ্রুত। যত শিখবেন ততই বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে আপনি আপনার কাজ করতে পারবেন।

নিজের সুকুমারবৃত্তির চর্চা করতে থাকুন

প্রত্যেক মানুষ তাঁর মতো করে সৃষ্টিশীল। চাকরি শুরু করার আগে আপনি সৃষ্টিশীল যা করতেন, চাকরির ফাঁকে ফাঁকে সেগুলোর চর্চা অব্যাহত রাখুন। হতে পারে আপনি গিটার, বাঁশি বা এ রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন, তাহলে অবসরে সেগুলো বাজান। গান করতে পারলে অবসরে গান করুন, লেখালেখি করতে পারলে তার চর্চা করুন। অবসর সময় খুঁজে বের করুন।

পরিবার-পরিজনকে সময় দিন

'কোয়ালিটি টাইম' বলে একটি কথা আছে। নিজের জন্য কোয়ালিটি টাইম পার করা খুব জরুরি। আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন, তাহলে নিজের পরিবারকে সময় দিন। ব্যাচেলর হলে আপনার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নিয়ম করে মিশুন, আড্ডা দিন, বাইরে ঘুরুন। বাবা-মা থাকলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করুন। আর যদি তাঁদের থেকে দূরে থাকেন, তাহলে অবশ্যই নিয়ম করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। দেখবেন মানসিকভাবে বেশ ফুরফুরে লাগছে আপনাকে। চাকরির একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে এই কাজগুলো আপনার 'ব্রিদিং স্পেস' হিসেবে কাজ করবে।

অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন এক করবেন না

অফিস জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনকে এক করবেন না কখনোই। মনে রাখবেন, অফিসে আপনি কাজ করতে যান। সেখানে আপনার সবকিছুই অফিস এবং কাজকে কেন্দ্র করেই ঘটতে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আপনার যা কিছু, সেটা একান্তই আপনার। এখানে আপনি যা করেন, সেটা মাস শেষে বেতন পাওয়ার জন্য নয়, ভালোবেসে করেন। কাজেই অফিসের কাজকর্মকে যত দূর সম্ভব অফিসে রেখে বাসায় ফিরুন। এতে আপনার মানসিক শান্তি অটুট থাকবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সচেতন থাকুন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন ফেসবুক, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া এখন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু খেয়াল করেছেন কি যে এই সোশ্যাল মিডিয়া আপনার কর্মঘণ্টার একটা বড় অংশ নষ্ট করে? আর এখান থেকে যে তথ্যগুলো আপনি পান, তার কতটুকুইবা আপনার কাজে লাগে? তাই এটি ব্যবহারে সচেতন থাকুন। সবচেয়ে ভালো হয় অফিসে কাজ করার সময় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার না করা। এখানে প্রচুর তথ্য পাবেন যেগুলো আপনাকে মানসিক-ভাবে ভালো থাকতে দেবে না। আর মানসিকভাবে আপনি ফিট না থাকলে মন দিয়ে কাজও করতে পারবেন না। অফিসে শুধু যোগাযোগ বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করুন।

ছুটি ফেলে রাখবেন না

অফিসের প্রয়োজনে আপনাকে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে হতে পারে। এটি যেমন সত্য, তেমনি নিজের নির্ধারিত ছুটিগুলো সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চেষ্টা করুন। বোনাস কিংবা ওভারটাইমের ফাঁদে নিজের ছুটি নষ্ট করবেন না। নিজের পাওনা ছুটি কীভাবে ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে নতুন করে ভাবুন। নতুন কোনো জায়গায় ঘুরতে যেতে পারেন, নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো ঠিকভাবে শেষ করতে পারেন, পরিবারকে সময় দিতে পারেন, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন কিংবা কিছু না করে স্রেফ ঘুমিয়েও কাটাতে পারেন। যাই করুন না কেন, নিজের ছুটিগুলোকে অর্থবহ করে তোলার চেষ্টা করুন। দেখবেন ছুটি শেষে আপনি তরতাজা, কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছেন আগের চেয়েও বেশি।

আবু জাফর রাশেদ
সচিব (উপসচিব)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

অনলাইন ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি

মোঃ তানভীর হাসান রেজাউল

১১২

অনলাইনে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান

কক্সবাজার জেলার ৮ টি উপজেলার মোট ৬৯০.৬৭ বর্গ কি.মি. এলাকা নিয়ে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র কুতুবদিয়া হতে সেন্টমার্টিন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং ভূমির যৌক্তিক ব্যবহারের নিমিত্ত কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই জনগণের মাঝে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (LUC) প্রদান করে আসছে। এই সেবাটি অধিকতর সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অনলাইনে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এর ফলে সেবা গ্রহীতাগণ ঘরে বসেই www.luc.coxda.gov.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন।

সেবা প্রদানের পূর্বতন পদ্ধতি

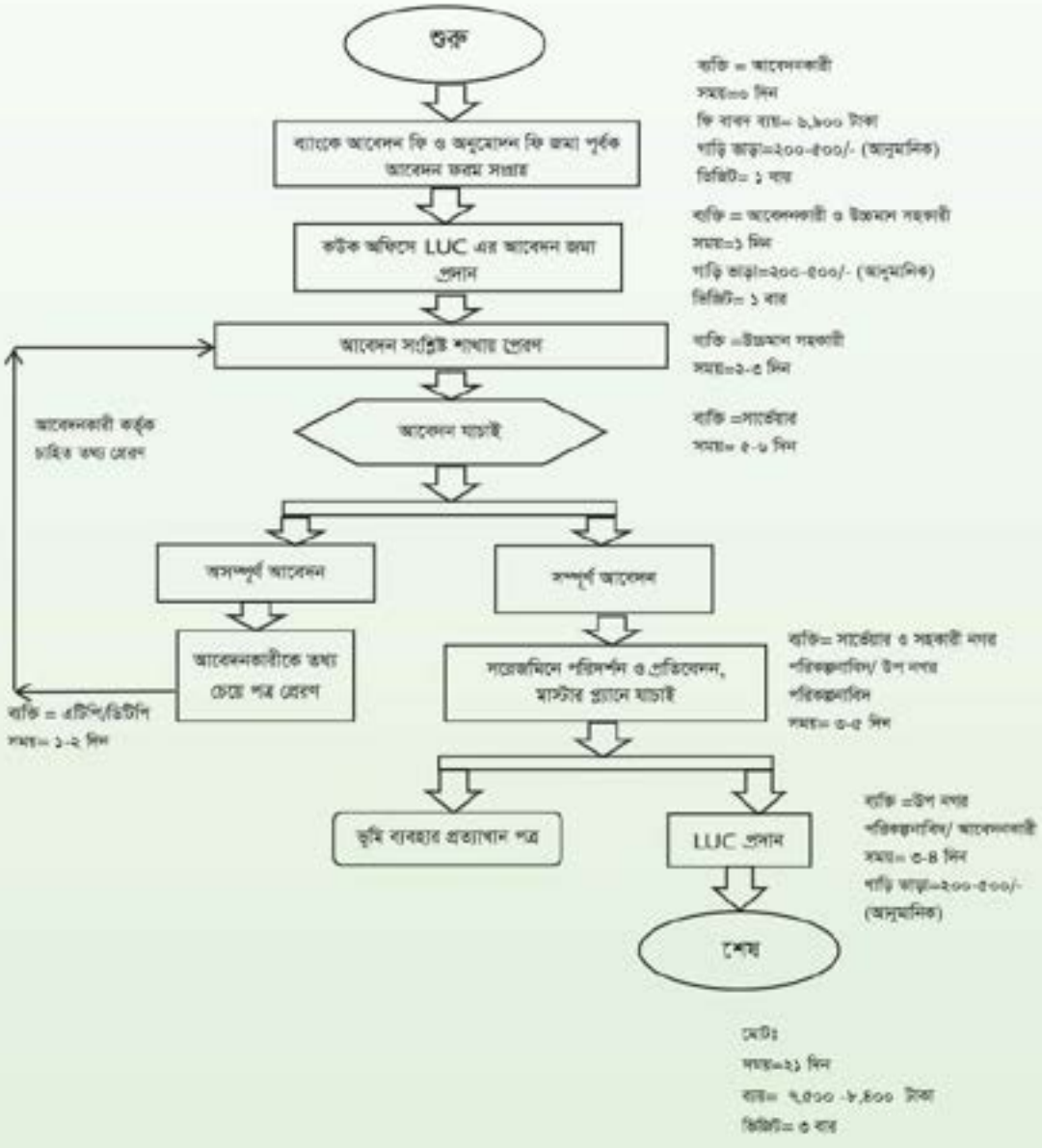

সেবা প্রদানের বর্তমান পদ্ধতি

ব্যক্তি = আবেদনকারী
সময়=০ দিন
ফি বাবদ ব্যয়= ৬,৯৬৯ টাকা
ভিজিট= ০ বার

ব্যক্তি=সার্ভেয়ার ও সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ/ উপ নগর পরিকল্পনাবিদ
সময়= ৩-৪ দিন

ব্যক্তি=উপ নগর পরিকল্পনাবিদ
সময়= ২-৩ দিন

মোটঃ
সময়=৭
ব্যয়= ৬,৯৬৯
ভিজিট=

সময়, ব্যয় ও ভিজিট এর তুলনামূলক চিত্র

সময়, ব্যয় ও ভিজিট	ম্যানুয়াল	অনলাইন	পার্থক্য	মন্তব্য
সময়	২১ দিন	৭ দিন	১৪ দিন	সেবাটি অনলাইনভিত্তিক প্রদানের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতার ১৪ দিন সময় কম লাগবে, ৫৩১-১,৪৩১ টাকা সাশ্রয় হবে এবং ৩ বার ভিজিট কমবে।
ব্যয়	৭,৫০০-৮,৪০০ টাকা	৬,৯৬৯ টাকা	৫৩১-১,৪৩১ টাকা	
ভিজিট	৩ বার	০ বার	৩বার	

মোঃ তানভীর হাসান রেজাউল
উপ-নগর পরিকল্পনাবিদ
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কউক এর কার্যক্রম নিয়ে
সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশেষ কিছু

প্রতিবেদন

দৈনিক সমুদ্র...

বহুল প্রতীক্ষিত প্রধান সড়কের পূনঃনির্মাণ কাজ উদ্বোধন হচ্ছে আ...

কক্সবাজার

...লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজারঘাটা পুকুর ...সুবিধার উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

Dainik Cox's Bazar

...ক্সবাজার

কউক এর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কমিটির ২৩তম সভা সম্পন্ন। ৪০টি ভবনের নকশা অনুমোদন

Bangladesh P...

Beautification work ... in Cox's Bazar po...

...নিক সৈক...

...ILY SAIKAT

আরও ৪০ ভবনের নকশা অনুমোদন দিল 'কউক'

কক্সবাজার

...এর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কমিটির ২৩তম সভা সম্পন্ন

...টি ভবনের নকশা অনুমোদন

কক্সবাজার

সুস্থতার জন্য নিয়মিত খেলাধুলার বিকল্প নেই: কউক চেয়ারম্যা

দৈনিক কক্সবাজার ৭১

Dainik Cox's Bazar Ekattor

শেষের পৃষ্ঠা

"তুমি আছো বলেই
দেশ-জাতি পেয়েছে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি
তুমি শান্তির প্রতীক, বিশ্বময় উদার্য আর মমত্বে
গড়া তোমার জীবন কৃতি"

শুভ জন্মদিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

লে. কর্ণেল (অব) ফোরকান আ

চেয়ারম্যান

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপ

আজকের কক্সবাজার বার্তা

The Daily Ajker Cox's Bazar Barta

সোমবার

আধুনিক ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী গড়তে কাজ করছে কউক

বিশ্ব বসতি দিবস আজ

দেশবিদেশ

The Daily Ajker Deshbidesh

শেষের পাতা

আজ কউকের উদ্যোগে উদযাপন হবে বিশ্ব বসতি দিবস

দৈনিক কক্সবাজার ৭১

Dainik Cox's Bazar Ekattor

শেষের পৃষ্ঠা

আধুনিক ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী গড়তে কাজ করছে কউক

দৈনিক সৈকত

THE DAILY SAIKAT

সুস্থতার জন্য নিয়মিত খেলাধুলার বিকল্প নেই

কউক চেয়ারম্যান

ঢাকা • বুধবার • ৭ অক্টোবর ২০২০

বদলে যাচ্ছে কক্সবাজারের সড়ক

'অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ, ভূমিহীনদের বাসস্থান নিশ্চিত করা হবে'

কক্সবাজার

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ সম্পাদিত

দৈনিক কক্সবাজার ৭১

Dainik Cox's Bazar Ekattor

সপ্তাহের মধ্যেই কক্সবাজারে সব সড়ক সংস্কার করে উপযোগী করার প্রতিশ্রুতি

কক্সবাজার

কক্সবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার ও দ্রুত চলাচল উপযোগী করতে সভা

দৈনিক হিমছড়ি

THE DAILY HIMCHARI

কউকের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ সম্পাদিত

দৈনিক কক্সবাজার ৭১

সপ্তাহের মধ্যেই কক্সবাজারে সব সড়ক সংস্কার করে উপযোগী করার প্রতিশ্রুতি

The Muslim Time

...DA holds a discussion and ...er meeting on August 15 to ...memorate Bangabandhu's ...martyrdom anniversary

ইনকিলাব

শহরে অনুমোদনহীন ৪টি ভবনে উচ্ছেদ অভিযান

দৈনিক এশিয়া বাণী

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে কউকের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত

দৈনিক সমুদ্রকণ্ঠ

শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালালো কউক

ক্সবাজার
অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে কউকের উচ্ছেদ অভিযান: ভেঙে দেয়া হয় ৪টি ভবন

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
ইতিহাস ও আবাসিক প্রকল্পের প্রসপেক্টাস বিক্রয় উদ্বোধন

দৈনিক সৈকত
THE DAILY SAIKAT
তৃতীয় মেয়াদে 'কউক' চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন ফোরকান আহমেদ

আমাদের সময়
শেষ পাতা
এই দিনে
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

দৈনিক
কক্সবাজার ৭১
জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে চলছেন
মানবতার ফেরীওয়ালা হয়ে

এশিয়া বাণী
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মেরিন ড্রাইভ
সবুজায়ন এক লাখ চারা রোপণের উদ্যোগ

বাঁকখালী
যুগ্মসচিব পদমর্যাদায় তৃতীয় মেয়াদে কউক
চেয়ারম্যান হলেন ফোরকান আহমদ

ইনানী
১৬ আগস্ট রবিবার ২০২০ ║ শেষ পাতা
শোক আর শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ

দৈনিক
কক্সবাজার
প্রধান সড়কের ২২ পয়েন
আপদকালীন সংস্কার কা

নিক সৈকত
SAIKAT
তীয়বারের মতো চেয়ারম্যান
ফোরকান আহমদ!

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি কে
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে
প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

কউক অফিস পরিদর্শন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি (চট্টগ্রাম-১) মহোদয়ের কউক অফিস পরিদর্শন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি (চট্টগ্রাম-১) মহোদয়ের কউক এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি মহোদয়ের
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি মহোদয়ের সফরসঙ্গী
জনাব ফাহমি গোলন্দাজ বাবেল, এমপি (ময়মনসিংহ-১০) মহোদয়কে কক্স চেয়ারম্যানের ক্রেস্ট প্রদান

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকার মহোদয়ের কউক অফিস পরিদর্শন

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকার মহোদয়ের কর্তৃক সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ কোর্সে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি
জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম মহোদয়ের কউক অফিস পরিদর্শন

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি
জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম মহোদয়ের কউক অফিস পরিদর্শন শেষে ফটো সেশন

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ উপলক্ষে আগত প্রশিক্ষকগণের সাথে কউক চেয়ারম্যান মহোদয়ের শুভেচ্ছা বিনিময়

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (উপসচিব) জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন খান এর প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রশিক্ষণার্থীর একাংশ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বিষয়ে সহকারী প্রকৌশলী
জনাব মো: ওয়াসিফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে প্রেজেন্টেশন প্রদান

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বিষয়ে সহকারী অথরাইজড
অফিসার জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন এর নেতৃত্বে প্রেজেন্টেশন প্রদান

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বিষয়ে সহকারী প্রকৌশলী
জনাব মো: সোহেল রানা এর নেতৃত্বে প্রেজেন্টেশন প্রদান

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বিষয়ে সহকারী প্রকৌশলী
জনাব মো: ওয়াসিফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে পুরস্কার গ্রহণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বিষয়ে অথরাইজড অফিসার
জনাব মো: রিশাদ উন নবী এর নেতৃত্বে পুরস্কার গ্রহণ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বিষয়ে কনসালটেন্ট
(সিভিল ইঞ্জিনিয়ার) জনাব মো: তারেকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে পুরস্কার গ্রহণ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ

কউক সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ

স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ শীর্ষক

উন্নয়ন মেলা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্টল

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্টলের সামনে কউকের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার মহোদয়ের কউক এর স্টল পরিদর্শন

স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ উপলক্ষ্যে কউক এর র‍্যালী

সার্বিক বিবেচনায় কউক এর ৪র্থ স্থান
অর্জন এর পুরস্কার গ্রহণ করছেন
জনাব আবু জাফর রাশেদ, সচিব (উপ সচিব)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বিভিন্ন দিবস উদযাপনের র‍্যালি/সেমিনার

১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতীয় শোক দিবসে কউকের র‍্যালী

১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতীয় শোক দিবসে কউকের শ্রদ্ধা নিবেদন

১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন

১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কেটে জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন

১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন

১৬ ডিসেম্বর ২০২০ মহান বিজয় দিবসে কউক এর শ্রদ্ধা নিবেদন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২১ কউক এর শ্রদ্ধা নিবেদন

০৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ বিশ্ব বসতি দিবসে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা

০৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ বিশ্ব বসতি দিবসে সাংবাদিকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

১৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ কক্সবাজারের সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা

১৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ কক্সবাজারের সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আবাসিক এলাকার প্লট অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক
হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্ত মতবিনিময় সভা

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আবাসিক এলাকার প্লট অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক
হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্ত মতবিনিময় সভা

দৃষ্টি আকর্ষণ:

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ অনুযায়ী...

- বিদ্যমান মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কউক বদ্ধপরিকর।
- কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কউকের অনুমোদন ব্যতীত কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না।
- ভবন নির্মাণের পূর্বে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ভবনের নকশার অনুমোদন নিতে হবে।
- সরকারি খাস জমিতেও কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন ধরণের স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না।
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ অনুসরণ করে ভবন নির্মাণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। ভবন নির্মানের ক্ষেত্রে আইন অমান্যকারীদের জন্য ০২ বছর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড দন্ডিত করার বিধান রয়েছে।
- অনুমোদনকৃত ইমারতের নকশার ব্যত্যয় করে ভবন নির্মাণ রোধকল্পে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী Occupancy Certificate গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। Occupancy Certificate ব্যতীত কোন প্রকার পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন ইত্যাদি সংযোগ প্রদান করা হবে না।
- সমুদ্র সৈকতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- অবৈধভাবে পাহাড় কর্তন করবেন না। জীবনের ঝুঁকি কমাতে পাহাড়ে বসবাসকারীদের নিরুৎসাহিত করুন। অবৈধভাবে পাহাড় কর্তনকারীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তির বিধান রয়েছে।
- অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি বসতি অপসারণক্রমে কউক কর্তৃক নতুন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- হোটেল-মোটেল, গেস্ট হাউজ ও কটেজ পরিচালক/স্বত্ত্বাধিকারীসহ সকলকে সমুদ্র সৈকতে বর্জ্য/ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হলো। অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুযায়ী রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিবন্ধনের জন্য কউকের NRBC ব্যাংক এর বুথ থেকে নিবন্ধন ফরম গ্রহণ করে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
- কউকের নিবন্ধিত প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতিদের নিবন্ধন নবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুরোধক্রমে
চেয়ারম্যান
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

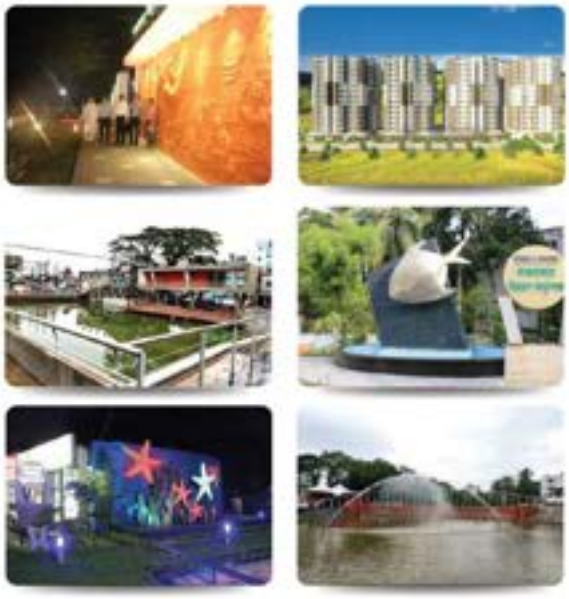

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ই-মেইল: info@coxda.gov.bd ওয়েবসাইট: www.coxda.gov.bd